গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৭ বর্ষ ১০ সংখ্যা ১ অক্টোবর ২০০৪ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

মণিপুর ঃ বিশেষ সামরিক আইন অবিলম্বে তুলে নিতে হবে

আসাম রাইফেলসের জওয়ানদের দ্বারা থংজম মনোরমা দেবীর পাশবিক ধর্ষণ ও নৃশংস হত্যাকে কেন্দ্র করে মাসাধিককাল ধরে মণিপুরে যেসব গুরুতর ঘটনা ঘটেছে এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটি সেগুলি গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে। দেশের মানুষ লক্ষ্য করছে, এই বর্বরোচিত কার্যকলাপের প্রতিবাদে এবং সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর নৃশংস আক্রমণের বিরুদ্ধে জনগণের পুঞ্জীভূত তীব্র বিক্ষোভ সেখানে ফেটে পড়েছে, যার সামনের সারিতে রয়েছে মণিপুরের নারীসমাজ। তথাকথিত সন্ত্রাসবাদ দমনের অজুহাতে সেনাবাহিনী কী ভয়াবহ অপরাধমূলক কার্যকলাপ প্রতিদিন সেখানে করে চলেছে সাম্প্রতিক ঘটনাবলী তা নিঃসন্দেহে দেখিয়ে দিয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে সারা মণিপুর সেনাবাহিনীর স্বৈরাচারী জুলুম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে গর্জে উঠেছে। সেনাবাহিনীর এই নির্মম পাশবিক অত্যাচারের অবিলম্বে অবসানের দাবিতে মণিপুরের জনগণ রাজপথে নেমে যে গৌরবময়

এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটি

বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালাচ্ছেন, কেন্দ্রীয় কমিটি তার প্রতি পূর্ণ সংহতি জানাচ্ছে। একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটি মনোরমা দেবীর উপর নৃশংস অত্যাচার ও হত্যায় জড়িত অপরাধী সেনাজওয়ানদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছে।

কেন্দ্রীয় কমিটি তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে এও লক্ষ্য করছে যে, ভারতের অন্যান্য রাজ্যের জনগণের মতই মণিপুরের জনগণও শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীর সর্বব্যাপক শোষণের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির সঙ্গে উভয় সরকারেরই চূড়ান্ত অবহেলা এবং উদাসীনতা যুক্ত হয়ে মণিপুরের জনসাধারণের জীবনের সংকটকে আরও তীব্র করেছে এবং তাদের জীবনে ঘোরতর বিপর্যয় ডেকে এনেছে। আরও নিন্দনীয় যে, কেন্দ্রীয় সরকার ও মণিপুর রাজ্য সরকার উভয়েই জনগণের এই চরম দুঃখ-দুর্দশায় উদ্বিগ্ন হওয়া বা সমস্যা নিরসনে কোন পদক্ষেপ নেওয়ার পরিবর্তে শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনগণের ফেটে-পড়া তীব্র বিক্ষোভ ও সোচ্চার প্রতিবাদকেই সেনাবাহিনী নামিয়ে পাশবিকভাবে দমন করছে। বাস্তবে এইভাবে সেখানে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে যে অসামরিক প্রশাসন কার্যত পিছনে চলে গিয়েছে এবং সমস্ত দিক থেকে সর্বময় কর্তৃত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে সেনাবাহিনীর হাতে।

মণিপুরে বিদ্যমান অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতি সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কেন্দ্রীয় কমিটি কিছু প্রাসঙ্গিক ঐতিহাসিক ঘটনার অবতারণা করা অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজন বলে মনে করে। আবির্ভাবের ঊষালগ্নে পুঁজিবাদের যে প্রগতিশীল সামাজিক ভূমিকা ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীতে ইতিহাসের যে পর্যায়ে পুঁজিবাদ চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল ও মুমূর্ষু স্তরে পৌঁছেছে, তেমন

আটের পাতায় দেখুন

৬ অক্টোবরের মহামিছিল

মানুষের বাঁচার পথ আলোকিত করবে

৬ অক্টোবর এস ইউ সি আইয়ের ডাকে কলকাতায় মহামিছিল। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির পরিণামে বিপর্যস্ত জনজীবনের সঙ্কট মোচনের লক্ষ্যে সুদীর্ঘ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় এই মহামিছিল। জনবিরোধী কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ বাতিল, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে চার্জ না বাড়ানো, বন্ধ কারখানা খোলা, ফসলের ন্যায্য দাম, পঞ্চায়েতি কর বাতিল, বেকারদের কাজ, হকারদের পুনর্বাসন, মদের ঢালাও লাইসেন্স বাতিল, খরা-বন্যা-ভাঙনের স্থায়ী সমাধান, অনলাইন লটারি বন্ধ, নারীর নিরাপত্তা, পরিবহনের ভাড়াবৃদ্ধি প্রত্যাহার প্রভৃতি ১৮ দফা দাবিতে এই মহামিছিল রাজ্যপালের কাছে যাবে এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাবে। এগুলি জনগণেরই দাবি, দলে দলে দাবিপত্রে স্বাক্ষর দিয়ে জনগণ সেকথাই বলে যাচ্ছেন।

সাগর থেকে পাহাড় রাজ্যের সর্বত্র চলছে স্বাক্ষর সংগ্রহ। 'তোমরাই আমাদের জীবনের কথা তুলে ধরেছ' বলে এক প্রবীণ ব্যক্তি দাবিপত্রে স্বাক্ষর করলেন। লক্ষ্য এবার কোটি মানুষের স্বাক্ষর। এই স্বাক্ষর তো শুধুমাত্র কালির আঁচড় নয়, এ একটা প্রতিবাদ, নীরব প্রতিবাদ, আন্দোলনের পরিমণ্ডলে যা বাস্তুয় হয়ে শাসকের ঘুম ভাঙায়। স্বাক্ষর হয়ে ওঠে অর্থবহ। দলের সমস্ত কর্মী-সমর্থকরা নেমেছেন এই স্বাক্ষর সংগ্রহের কাজে। দাবিপত্র দেখে বা মাইকে দাবিগুলি শুনে চলমান মানুষ থমকে দাঁড়াচ্ছেন, দু'দণ্ড ভাবছেন, এস ইউ সি আই-এর নাম শুনে এগিয়ে আসছেন, সই দিচ্ছেন বুকভরা আশায়, যদি কিছু সুরাহা হয়।

রাজ্যের সর্বত্র স্বাক্ষর সংগ্রহ চলছে

'কিছু হবে তো? বিদ্যুতের দামটা কমবে তো?' — এ তো ভুক্তভোগী মানুষের হতাশার কথা নয়,

দুয়ের পাতায় দেখুন

জনযুদ্ধ'র সঙ্গে আলোচনায় রাজ্য সরকারের আপত্তি কেন?

এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৭ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন ঃ

''জনযুদ্ধ-এম সি সি'র সঙ্গে আলোচনার প্রশ্নে সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক যে পূর্বশর্ত আরোপ করেছেন, তাতে এটা পরিষ্কার যে, রাজ্য সরকার ও সিপিআই(এম) রাজনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার পরিবর্তে এই সমস্যাকে জিইয়ে রাখতে এবং জঙ্গি দমনের নামে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালিয়ে যেতেই আগ্রহী।

নকশালপন্থীদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপদ্ধতির সাথে একমত না হলেও আমরা মনে করি, তাঁরা যেসব দাবি উত্থাপন করেছেন সেগুলো অত্যাচারিত জনগণের বিক্ষোভ থেকে এসেছে। এগুলি অধিকাংশই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দাবি এবং আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করা যায়, যদি সরকারের গণতান্ত্রিক মনোভাব থাকে।

অস্ত্রে বুর্জোয়া কংগ্রেস সরকার যদি বিনাশর্তে আলোচনায় বসতে রাজি থাকে, তাহলে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী বলে দাবিদার সরকারের আপত্তি থাকবে কেন?''

১৪ সেপ্টেম্বর শিলচরে জেলা শাসকের অফিসের সামনে বিক্ষোভ

আইন অমান্য, বন্‌ধের হুঁশিয়ারি দিল এস ইউ সি আই

পায়ে হেঁটে চলাও দুষ্কর শিলচর শহরে

তিলোত্তমা শহরের প্রতিশ্রুতি কোথায় গেল? পুর সভানেত্রীর উদ্দেশ্যে এই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে জবাব চাইল এস ইউ সি আই কাছাড় জেলা কমিটি। সেইসঙ্গে জেলার বেহাল রাস্তাঘাট ও ভাঙা নদীবাঁধের পূর্ণ সংস্কারের দাবিতেও সোচ্চার হল দল। ১৪ সেপ্টেম্বর, শিলচরে দাবি সম্বলিত প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে শহর ঘুরে মিছিল করে জেলাশাসকের কার্যালয়ের সামনে এসে সমবেত হন দলের নেতা ও কর্মীরা। চলে মুহুর্মুহু স্লোগান, সরকারের অকর্মণ্যতার বিরুদ্ধে ধিক্কার ধ্বনি। এদিন এস ইউ সি আই কাছাড় জেলা কমিটির পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল জেলা শাসকের কার্যালয়ে প্রবেশ করে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারকপত্র পেশ করেন। জেলাশাসকের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া স্মারকপত্রে পক্ষকালের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে এস ইউ সি আই বলেছে, এই নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বেহাল রাস্তাঘাট জোড়াতালি নয়, স্থায়ীভাবে সংস্কারের ব্যবস্থা করা না হলে আইন অমান্য, রাস্তা রোখোর পর সর্বাত্মক বন্‌ধ ডেকে প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হবে। প্রতিনিধি দলে ছিলেন অজয় রায়, মাধব ঘোষ, শ্যামদেও কুর্মী সহ অন্যান্যরা। ইতিমধ্যে রাস্তা ও নদীবাঁধ সংস্কারের ইস্যুতে দল গণস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান, শহরের বিভিন্ন স্থানে পথসভা, প্রচারপত্র বিলি করেছে।

এস ইউ সি আই কাছাড় জেলা কমিটির পক্ষ থেকে গণআন্দোলনে সামিল হতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

উত্তর ২৪ পরগণা

বন্যার্ত মানুষের দাবি নিয়ে ব্লকে ব্লকে আন্দোলন

বছর বছর বন্যার ভয়াবহ তাণ্ডবে উত্তর ২৪ পরগণার মানুষ আজ দিশেহারা। গত দু'হাজার সালের প্রাণঘাতী বন্যার স্মৃতি আজও এই জেলার মানুষ ভুলতে পারেননি। সাধারণ মানুষ চোখের সামনে প্রিয়জনকে ভেসে যেতে দেখেছিলেন, সব হারিয়ে পথের ভিখারীতে পরিণত হয়েছিলেন। তারপর কেটে গেছে চার বছর। অথচ বন্যা সমস্যার সমাধানে সরকারি স্তরে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি। বনগাঁ, বাগদা, গাইঘাটা, হাবড়া-১ ও স্বরূপনগর ব্লকে রয়েছে অসংখ্য বিল-বাওড়। এই ব্লকগুলির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ইছামতী, যমুনা, কোদালিয়া, নাওডাঙা, পদ্মা ও সোনাইয়ের মত নদী। এই নদীগুলির ও বিল-বাওড়ের জলধারনের ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য কোনও উদ্যোগই গ্রহণ করা হয়নি। শুধু তাই নয়, শাসক দল ও

গাইঘাটায় বন্যার্ত মানুষদের মধ্যে এস ইউ সি আই-এর ত্রাণ বিতরণ

কায়েমী স্বার্থের যৌথ উদ্যোগে বিল বাওড় ও নদীগুলি দখলের সর্বনাশা কার্যক্রম অবাধে চলছে। এর ফলে দেখা দিচ্ছে প্লাবন — মানুষের যথাসর্বস্ব জলের দলায় তলিয়ে যাচ্ছে।

গত ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে এই জেলায় বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হতে শুরু করে। ধীরে ধীরে তা জেলার ৬টি ব্লকে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতিদিন নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। জেলার ৭ লক্ষেরও উপর মানুষ জলবন্দি। দেড় লক্ষের উপর মানুষ ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল সরকার নির্বিকার।

আমাদের দল বন্যার শুরুতেই ত্রাণ সংগ্রহ ও বণ্টনে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। জনসাধারণের দুয়ারে দুয়ারে দলের কর্মীরা যাচ্ছেন, ত্রাণ সংগ্রহ করছেন — টাকা পয়সা, চাল-ডাল-চিড়া, জামাকাপড়, ওষুধপত্র ইত্যাদি। তারপর তা বন্যাদুর্গত এলাকায় পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বন্যাদুর্গত মানুষের প্রয়োজনের তুলনায় তা কতটুকু!

এর পাশাপাশি সরকারের অনিচ্ছুক হাত থেকে ত্রাণ আদায়ের জন্য চলছে আন্দোলন। গত ১৯ সেপ্টেম্বর জেলার স্বরূপনগর, হাবড়া-১, আমডাঙ্গা ব্লকে ও বসিরহাট মহকুমা শাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

স্বরূপনগর ব্লকের বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন দলের জেলা কমিটির সদস্য কমরেড জয়ন্ত সাহা। পাঁচ শতাধিক বন্যাদুর্গত মানুষ প্রায় চারঘণ্টা বিডিওকে ঘেরাও করে রাখেন। অবশেষে উপযুক্ত পরিমাণ ত্রাণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে ঘেরাও প্রত্যাহার করা হয়।

হাবড়া ব্লক-১ এ বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন দলের জেলা কমিটির সদস্য কমরেড গোপাল বিশ্বাস ও হাবড়া লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড তুষার ঘোষ। শতাধিক মানুষ এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

গত ২৩ সেপ্টেম্বর গাইঘাটা বিডিও অফিসে ৩ শতাধিক বন্যার্ত মানুষের বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অশোক দাস ও গাইঘাটা লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড রবীন বিশ্বাস। প্রায় দুই ঘণ্টা বিডিওকে ঘেরাও করে রাখা হয়। পরে উপযুক্ত ত্রাণের প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর ঘেরাও প্রত্যাহৃত হয়।

মুর্শিদাবাদ

নাবালিকা ধর্ষণের প্রতিবাদে ছাত্রধর্মঘট, অবরোধে লাঠিচার্জ

১২ বছরের নাবালিকা তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী ফুরকন খাতুনকে ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে এবং অবিলম্বে ধর্ষণকারী ও খুনীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে এ আই ডি এস ও ভগবানগোলা ইউনিটের পক্ষ থেকে ৯ সেপ্টেম্বর ভগবানগোলা থানা ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। হাইস্কুল, প্রাইমারী স্কুল, শিশুশিক্ষা কেন্দ্র সহ প্রায় ২০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। বাহাদুর হাইস্কুলে এস এফ আই, পুলিশ নিয়ে ছাত্র ধর্মঘট ভাঙতে উদ্যোগী হয়। ধর্ষণকারী ও খুনীদের গ্রেপ্তার না করে পুলিশ ছাত্র আন্দোলন ভাঙতেই তৎপর হয়।

১০ সেপ্টেম্বর দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বিকাল সাড়ে তিনটায় ভগবানগোলা নেতাজী মোড়ে পথ অবরোধ করা হয়। স্থানীয় জনসাধারণ এই আন্দোলনে সামিল হন। ৪০ মিনিট অবরোধ চলার পর বিশাল পুলিশবাহিনী বিনাপ্ররোচনায় শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের উপর লাঠিচার্জ করে। ১০ জন ছাত্রছাত্রী লাঠির ঘায়ে আহত হন। এই লাঠিচার্জের প্রতিবাদে এ আই ডি এস ও এবং স্থানীয় জনসাধারণ সঙ্গে সঙ্গে বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখান এবং ডেপুটেশন দেন। ১১ সেপ্টেম্বর জেলাজুড়ে প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। এ আই ডি এস ও মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি এস এফ আই ও পুলিশের এহেন আচরণের তীব্র নিন্দা করে সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষার আন্দোলনে সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানায়।

বাঁচার পথ আলোকিত করবে

একের পাতার পর

সমস্যা সমাধানের গভীর আকুতিরই বহিঃপ্রকাশ, দলের কর্মীদের বুঝতে তা অসুবিধা হচ্ছে না। তাই অভয় দানের মামুলি কথা নয়, কর্মীরা বলেছেন, 'আসুন লড়াইটা শক্তিশালী করি তাহলেই রোখা যাবে।'

সত্যিই তো। ইতিহাসে কোন পরিবর্তনই কি হয়েছে লড়াই ছাড়া? অবশ্য শুধু লড়লেই হয় না। সুনির্দিষ্ট আদর্শ ও নীতিভিত্তিক লড়াই চাই। কোন্ লড়াই জনস্বার্থে, আর কোন্ লড়াই নিছক ভোটের জন্য, আজ সাধারণ মানুষও যেন তা বুঝতে পারছেন। সই তুলতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে বহু মানুষ বলছেন, 'কিছু আন্দোলন আছে নিছকই চমকের জন্য, আপনারা আন্দোলন করছেন দাবি আদায়ের জন্য। আপনাদের আন্দোলন প্রতিবাদের ইচ্ছা জাগিয়ে দেয়।'

সাধারণ মানুষের আপাত শান্তরূপের আড়ালে যে এত বিক্ষোভ জমা হয়ে আছে, এস ইউ সি আই কর্মীরা স্বাক্ষর তুলতে গিয়ে তা অনুভব করছেন। বলুন, 'কত সই দিতে হবে, ফর্ম দিন, অন্যদের সই করিয়ে রাখব, নিয়ে যাবেন' — বললেন উলুবেড়িয়ার এক দোকানদার। এরকম কত অসংখ্য মানুষ ফর্ম নিয়েছেন সই তুলে দেওয়ার জন্য। সই সংগ্রহ চলছে ট্রেনেও। বনগাঁ লাইনে এক কর্মী যাতায়াতের পথে সই করাচ্ছেন। 'তুমি একা কেন ভাই'? — জনৈক যাত্রীর এ প্রশ্নের উত্তরে কর্মীটি বললেন, 'একা কোথায়, আপনারা তো আছেন, ফর্ম নিন, পড়ুন, সই দিন।' অনেকেই এগিয়ে এলেন।

ব্যস্ততম শিয়ালদা স্টেশন। মানুষের দাঁড়াবার ফুরসত নেই। এরই মাঝে এক যুবক দাবিপত্র খুঁটিয়ে পড়লেন। তিনি কিছু প্রশ্ন করলেন। কিছু অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নও ছিল। 'উত্তর দিতে দিতে ক্লান্ত বোধ করছি, ভাবছি সময়টা নষ্ট হল। কিন্তু না, যুবকটি ফর্ম নিয়ে সই তুলতে নেমে যান, কিছু সই কিছু টাকা তুলে দেন। যাওয়ার সময় মোবাইল নাম্বার দিয়ে যোগাযোগ রাখতে বলে গেলেন।' — জানালেন এক কর্মী।

এরকম কত অজস্র ঘটনা। 'আমি সিপিএম করি, তবুও আপনাদের আন্দোলনকে আমি সমর্থন করি' — বলে এক ব্যক্তি স্বাক্ষর করলেন হাজরায়। একই কথা শোনা গেল হাওড়া স্টেশনে। 'আমি ডি ওয়াই এফ আই করি, করতে হয়। ভাববেন না আপনাদের কথা আমরা ভাবি না' বলে নিজের নামটি লিখলেন। 'আপনারা ছাড়া কেউ নেই, আমরা বাঁধা পড়ে গেছি, গদির মোহে কংগ্রেসীদের পায়ে নীতি বিসর্জন দিয়েছি' — বহু সিপিএম কর্মীর এই খেদোক্তি সর্বত্র।

কলকাতার এক বহুজাতিক সংস্থার সিটু ইউনিয়নের সম্পাদক ক্যানিং স্টেশনে সই দিয়ে বললেন, 'আমি সিপিএম করি, কিন্তু সিপিএম গরিব মানুষের স্বার্থ দেখছে একথা বলতে লজ্জা হয়'। এন আর এস হাসপাতালের এক কর্মচারী বললেন, 'হাসপাতাল নিয়ে আপনারা সঠিক আন্দোলন করছেন। আমি কর্মচারী হিসাবে জানি আগে সাধারণ মানুষের জন্য যেসব সুযোগ ছিল, তার সব কেড়ে নিচ্ছে। বাইরে থেকে তা বোঝা যাবে না। আপনারা লড়ুন।'

সিপিএমের ২৮ বছরের চূড়ান্ত জনবিরোধী শাসনে বীতশ্রদ্ধ এই বাংলার মানুষ। তাঁরা এর বিরুদ্ধে লড়াই আন্দোলন চান। ময়দানে এস ইউ সি আই ছাড়া আর কাউকে দেখেন না। উলুবেড়িয়ার এক আইনজীবী সই দিয়ে বললেন, 'আন্দোলন চালিয়ে যান, কত লোক এল দেখবেন না। আপনারা আন্দোলন না করলে পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র থাকবে না, বাকিরা সবাই নাটক করছে।' বুর্জোয়া কাগজগুলো তৃণমূলকে সিপিএমের বিকল্প হিসাবে যতই তুলে ধরুক, সাধারণ তৃণমূল কর্মীরাও বলছেন, তাদের দল কিছু করবে না।

বরানগরে কর্মীরা স্বাক্ষর সংগ্রহ করছিলেন। সেদিন মাইকের ব্যবস্থা করা যায়নি। এমন সময় রাস্তায় মাইক ও ভ্যান নিয়ে পুস্তক বিক্রির প্রচার করছিলেন একজন হকার। তার মাইকে প্রচার করতে চাইলে তিনি মাইক দিয়ে দেন। নিজে ভাল করে বক্তব্য শোনেন। তারপর নিজেই মাইকে বলতে লাগলেন, 'বন্ধুগণ, কংগ্রেস-বিজেপি-তৃণমূলের মত এস ইউ সি আই দল নয়, এস ইউ সি আই নেতা প্রভাস ঘোষ বলেছেন, গদির জন্য তারা লড়েন না, মানুষের স্বার্থ নিয়ে লড়াই করেন। লড়াই করে বলেই পুলিশ ওদের কর্মীদের এত মারে। আমরা এরকম দলই চাই। আপনারা আসুন, দলে দলে স্বাক্ষর দিন।' গরিব মানুষ যে ঘ্রাণশক্তি দিয়ে তাদের শ্রেণীদলকে চিনতে পারছেন, তা বোঝা যায়।

সই করতে করতে এক প্রবীণ মানুষ বললেন, 'আপনাদের দেখলে মনে হয় রাজনীতিটা ভদ্র মানুষদেরই কাজ।' এক মা বললেন, 'আপনারা গদির কাঙাল নন, জনগণের স্বার্থে লড়েন, তাই সই দিলাম।' মানুষের প্রাণ থেকে উৎসারিত এমনি কত কথা কর্মীরা শুনছেন, যেন আপনজনকে পেয়ে মানুষ মনের কথা বলছেন।

এদেশের মানুষের প্রতি কত আস্থা না রেখেছিলেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। তিনি বলেছিলেন, এদেশের মানুষ লড়েনি একথা সত্য নয়। মানুষ বার বার লড়াইয়ের ময়দানে এসেছে। কিন্তু যথার্থ শ্রমিক শ্রেণীর দলের অনুপস্থিতিতে সমস্ত লড়াই ব্যর্থ হয়েছে, মানুষের মুক্তি আন্দোলন এগোয়নি। তিনি একটি ভিন্ন জাতের দল হিসাবে এস ইউ সি আইকে গড়ে তুলেছেন গণমুক্তি আন্দোলন সংগঠিত করার প্রয়োজনে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাধারাই এদলের কর্মীদের লড়াইয়ের প্রেরণা। এ দলের কর্মীদের নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, কর্তব্যপরায়ণতা এবং উন্নত আদর্শকে ভিত্তি করে সংস্কৃতির উচ্চমান জনসাধারণের মধ্যে গভীর আকর্ষণ তৈরি করছে।

এস ইউ সি আই দলের কর্মীদের কাছে বিপ্লবী রাজনীতিটা একটা জীবনবেদ, উচ্চ হৃদয়বৃত্তি। কারণ, তারা জানে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে শোষণমূলক বুর্জোয়াব্যবস্থা পাল্টাতে না পারলে শোষণ-যন্ত্রণা থেকে মানুষের মুক্তি মিলবে না। এই উপলব্ধির অধিকারী দলের কর্মীরা তাই কোন অবস্থাতেই দলের কাজে শৈথিল্য প্রদর্শন করতে পারেন না। স্বাক্ষর তুলতে গিয়ে তারই দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন মেদিনীপুর জেলার কর্মী দীনেশ মেইকাপ।

কমরেড দীনেশের মা ছিলেন দীর্ঘদিন ক্যান্সারে আক্রান্ত। দলের কাজ ও মাকে দেখা নিয়ে তার মধ্যে কোন বিরোধ তৈরি হয়নি। কয়েকদিন আগে তার মা মারা গেছেন। মৃতদেহ দাহ করার পর ঐদিন বিকালেই দীনেশ সবং বাজারে সই সংগ্রহের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এ দৃশ্য দেখে এলাকার মানুষ বিস্মিত, কর্মীরা অভিভূত। বাইরে থেকে দেখলে মনে হওয়া স্বাভাবিক এ যেন নিষ্ঠুর আচরণ, কোন মায়া মমতার ছাপ নেই। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। তার বুকে রয়েছে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা। তিনি বলেছিলেন, যথার্থ হৃদয়াবেগ বিপ্লবীকে কর্তব্যবোধ থেকে বিচ্যুত করে না, শোকের জন্য বিপ্লবীদের কাজ থেমে থাকতে পারে না।

স্বাক্ষর সংগ্রহ এখনো চলছে। একই সঙ্গে চলছে মহামিছিলে অংশ নেওয়ার প্রস্তুতি। রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে কর্মী-সমর্থকরা আসবেন, আসবেন সমস্যা জর্জরিত জনগণ। ৬ অক্টোবর কলকাতা আবার দৃপ্ত স্লোগানে মুখরিত হবে। এ মিছিল মানুষের বাঁচার পথ আলোকিত করবে।

এরাজ্যেও পুঁজিবাদী সংস্কারের বলি হচ্ছে শ্রমিকরা

শ্রমিকমহলে সিটু যতই পুঁজিবাদী সংস্কারের বিরোধিতা করুক, রাজ্যের সিপিএম সরকার 'সংস্কার' চালিয়েই যাচ্ছে। সংস্কারের কোপে রেজিস্ট্রেশন অফিসগুলিতে দু'শ নাইট গার্ডের চাকরি ইতিমধ্যেই চলে গিয়েছে। গত ৩১ জুলাই রাজ্যের ইন্সপেক্টর জেনারেল (রেজিস্ট্রেশন) এক আদেশে এই নাইট গার্ডদের চাকরি খারিজ করে দিয়েছেন। রেজিস্ট্রেশন অফিসগুলিতে যেখানে জমি-বাড়ির অসংখ্য মূল্যবান দলিল থাকে এবং জমি রেজিস্ট্রেশনের লাখ লাখ টাকা লেনদেন হয় সেই অফিসবাড়ি পাহারা দিতেন এই নাইট গার্ডরা। এদের দৈনিক মজুরি ছিল ৮৭ টাকা ৮১ পয়সা। সিপিএম সরকার এদের ছাঁটাই করে দিল। এই নাইটগার্ডরা ১৫/২০ বছর টানা কাজ করলেও সিপিএম সরকার তাদের স্থায়ীকরণের কোন উদ্যোগ নেয়নি। এখন এদের ছাঁটাই করে দিয়ে আরও কম বেতনের পার্টটাইম নাইটগার্ড নিয়োগ করতে চলেছে সরকার। এদের বেতন দেওয়া হবে মাসিক ৭০০ টাকা, দৈনিক ২৩ টাকা ৩৩ পয়সা। নির্মম শ্রমিক শোষণ ছাড়া একে আর কী বলা যায়! এক্ষেত্রে শোষকের ভূমিকায় খোদ সিপিএম সরকার!

সিপিএমের শ্রমিকবিরোধী আরেক ষড়যন্ত্র চলছে দার্জিলিং জেলার মংপুতে। এখানকার সিঙ্কোনা বাগান বেসরকারীকরণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে সিপিএম সরকার। গত ১৮ সেপ্টেম্বর মংপুর রবীন্দ্রভবনে সিটু অনুমোদিত দার্জিলিং জেলা সিঙ্কোনা বাগান মজদুর ইউনিয়নের এক বিশেষ সেমিনারে পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য বলেন, ''ম্যালেরিয়ায় কুইনাইনের চাহিদা ও কার্যকারিতা কমেছে। তাই কোটি কোটি টাকা ভরতুকি দিয়ে এই সংস্থা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়'' (সংবাদ প্রতিদিন, ১৯-৯-০৪)। ম্যালেরিয়ায় কুইনাইনের ব্যবহার কমেছে বলে পুরমন্ত্রীর বক্তব্য সত্য নয়। একথা ঠিক, কুইনাইন ছাড়াও ম্যালেরিয়ার আরও কিছু ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু একথার দ্বারা প্রমাণ হয় না ম্যালেরিয়ায় কুইনাইনের কার্যকারিতা নেই। ডাক্তাররা কুইনাইন প্রেসক্রাইবও করেন। সরকার হাসপাতালে কুইনাইন সরবরাহ করলেই এর ব্যবহার বেড়ে যায়। সরকার সেটা না করে কুইনাইনের জন্য প্রয়োজনীয় সিঙ্কোনা বাগান বেসরকারী সংস্থাকে বেচে দিতে চাইছে। এর উদ্দেশ্য সিঙ্কোনা বাগান থেকে বেসরকারি সংস্থাকে মুনাফা করার সুযোগ করে দেওয়া।

সেদিনের সভায় শ্রমমন্ত্রী মহম্মদ আমিন বলেছেন, 'এ ধরনের অলাভজনক সংস্থা ও তার কর্মীদের বেসরকারি বিনিয়োগ ছাড়া বাঁচানো সম্ভব নয়।' বেসরকারি মালিক অলাভজনক সংস্থা ও তার কর্মীদের কীভাবে বাঁচাবে? লাভ করার প্রভূত সম্ভাবনা না থাকলে বেসরকারি মালিক অলাভজনক সংস্থাকে কেনই বা কিনে নেবে? কীভাবে মালিক লাভ করবে? একদিকে শ্রমিক কমাবে, কম শ্রমিক দিয়ে বেশি কাজ করাবে, অন্যদিকে শ্রমিকের বেতন প্রচুর পরিমাণে কমাবে। এইভাবে ব্যক্তিমালিক কারখানাকে লাভজনক করবে। এর মধ্য দিয়ে মালিকদের মুনাফা বহুগুণ বাড়বে। কিন্তু শ্রমিক বাঁচবে কি? শ্রমিক তো নির্মম শোষণের শিকার হবে। তাছাড়া কুইনাইনের চাহিদা না থাকলে, বাজার না থাকলে বেসরকারী মালিক সিঙ্কোনা বাগান কিনতে চাইবে কেন? ফলে সম্ভাব্য যুক্তিধারায় শ্রমমন্ত্রী ও পুরমন্ত্রীর কথার কোন সত্যতা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাদের বেসরকারীকরণের মরিয়া প্রচেষ্টার একটাই কারণ হতে পারে তা হল ভেষজ গুণ সম্পন্ন দার্জিলিং এলাকা দেশি বিদেশি বহুজাতিকদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া। বহুজাতিকদের এহেন সুবিধা দেওয়ার বিনিময়ে মন্ত্রীদ্বয়ের ও তার পারিষদবর্গের পাওনা গণ্ডা থাকার হিসাবটিও বিচিত্র কিছু নয়। এরকম সন্দেহ যদি কারোর মনে দেখা দেয় তাহলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

কিন্তু সরকারের এই পরিকল্পনায় বাধ সেধেছে সেখানকার শ্রমিকরা। শ্রমিকরাও সিটুই করেন। বাগানটির বেসরকারীকরণের পরিণামে তাদের চাকরি চলে যেতে পারে এই আশঙ্কায় প্রতিবাদে নেমেছেন তারা। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পাহাড়ের নেতা ডি পি বড়াইলি বাগানের দুরবস্থার জন্য রাজ্য সরকারের উদাসীনতা ও ভুল নীতিকেই দায়ী করেছেন। তিনি বলেছেন, ''কোটি কোটি টাকা এখানে খরচ হয়েছে। কিন্তু সেই খরচের হিসাব নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন নি মুখ্যমন্ত্রী। নিজেদের ভুলে যখনই কোনও শিল্প সংকটে পড়ে তখন শ্রমিকদের উপরই দায়ভার চাপিয়ে দিয়ে কর্মী সংকোচন নীতি নেওয়া হয়। এটা ঠিক নয়।'' শ্রমিক নেতা ডি পি বড়াইলির কথা থেকে একথা পরিষ্কার, বেসরকারীকরণের প্রেক্ষাপট তৈরির সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নিয়ে সিপিএম সরকার এই বাগানটির সুরক্ষায় আদৌ নজর দেয়নি, পরিকল্পিতভাবে অবহেলা করে বাগানটিকে দুরবস্থায় ঠেলে দেওয়া হয়েছে।

শ্রমিক স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে মালিকগোষ্ঠীর সঙ্গে সিপিএমের নানান গোপন বোঝাপড়া আজ প্রকাশ্যেই এসে যাচ্ছে। এ নিয়ে সিপিএমের মধ্যেই বিক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছে। রাণিগঞ্জে সিটু নেতা হারাধন রায় এনিয়ে মুখ খুলেছেন। ''ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা মাথায় রেখে যখন সিপিএমের কিছু নেতা কয়েকজন কয়লা মাফিয়ার হাতে কোলিয়ারি তুলে দেওয়ার উদ্যোগ নেন তখন হারাধনবাবু শ্রমিকস্বার্থে তার তীব্র বিরোধিতা করেন'' (বর্তমান ১৯-৯-০৪)। সিপিএম নেতৃত্বের শ্রমিক স্বার্থবিরোধী ভূমিকার সমালোচনা করায় তাঁকে তার দীর্ঘদিনের আবাসস্থল 'কয়লাভবন' থেকে সরে যেতে বাধ্য করা হয়। 'ইসকো বাঁচাও কমিটির চেয়ারম্যান ও প্রবীণ সিপিএম নেতা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় বলেন, কোলিয়ারি বেসরকারীকরণ নিয়ে দলের সঙ্গে তাঁর বিরোধ চলছিল।' (বর্তমান, ঐ)

রাজ্যের সর্বত্র সিপিএমের এই ভূমিকা। মুখে শ্রমিকশ্রেণীর স্লোগান আর কার্যক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়া, মালিকদের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক রক্ষা করা সিপিএমের এহেন ভূমিকার বিরুদ্ধে আজ শ্রমিক-কর্মচারীদের বলিষ্ঠভাবে দাঁড়াতে হবে।

খড়গ্রাম, কান্দি, ভরতপুর, নবগ্রাম ভাসছে

মুর্শিদাবাদ জেলার ৮টি ব্লকের ১৫০টি গ্রামের প্রায় ২ লক্ষ মানুষ এবারও বন্যার কবলে পড়েছেন। খড়গ্রাম, কান্দি, ভরতপুর, নবগ্রাম সহ বিস্তীর্ণ এলাকার জলবন্দী মানুষের কাছে বিগত কয়েকদিনে কোন ত্রাণ পৌঁছায় নি। গত ২০ সেপ্টেম্বর 'মুর্শিদাবাদ জেলা বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটি'র প্রবীণ সভাপতি প্রাণরঞ্জন চৌধুরী, সম্পাদক সাধন রায়, অফিস সম্পাদিকা খাদিজা বানু সহ দশজনের টিম নবগ্রামের প্লাবিত এলাকাগুলি পরিদর্শন করে বন্যার্ত মানুষদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। নবগ্রাম ব্লকের কিছু অংশ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং রসুলপুর ও হজবিবিডাঙা দুটো অঞ্চল হয়েছে সম্পূর্ণ প্লাবিত। অনেকগুলি গ্রাম সম্পূর্ণ জলের তলায়। বাহাদুরপুর ও ঝুলনপুরের বাঁধ ভেঙে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। কয়েকশত মানুষ খোলা আকাশের নিচে রাস্তার উপর আশ্রয় নিয়েছে। পাথরডাঙা হাইমাদ্রাসায় আশ্রয় নিয়েছেন ৫০০ জনের মতো মানুষ। রাস্তার উপরে গালে হাত দিয়ে বসে আছেন রাহাতুল্লা সেখ। প্রাণরঞ্জনবাবু তার হাত ধরতেই দুঃখে ফেটে পড়েন। দূর থেকে ভেঙেপড়া বাড়িগুলি দেখিয়ে বলেন, 'সবগুলি পড়ে গেছে, বাড়ির বাচ্চা মেয়েদের নিয়ে রাস্তায় আছি। সরকার একটিও ত্রিপল দেয়নি। এই কদিনে একমুঠ চিড়েও কেউ দেয়নি।' পাশ থেকে ৩২ বছর বয়সী মোমিনা বিবি এসে জানান, 'রাত্রিবেলায় খুব ভয় পাই। একেবারে রাস্তার উপর আছি কিনা।'' একটু এগিয়ে যেতেই শতাধিক লোক এসে গেল। মহঃ সফিউদ্দিন ক্ষোভের সাথে বলেন, 'বাঁধ মেরামতির জন্য সরকারের কাছে মাত্র ১০ হাজার টাকা খরচ করতে বার বার আবেদন করেছিলাম। সরকার, প্রশাসন কেউই সে আবেদনে সাড়া দেয়নি। এখন কত ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গেল। ক্ষতিগ্রস্ত হল প্রায় ১০ হাজার পরিবার। ২০ হাজার একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে গেল। শতশত গবাদিপশু মারা গেল।'' মানুষ পশু কারুরই চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই। যাতায়াতের জন্য নৌকার কোন ব্যবস্থা নাই। অনাহারে জলবন্দি মানুষ ক্ষোভের সাথে জানান, 'কেউ কোন রিলিফ দেয়নি। কোন ত্রিপল নাই। সরকারের লোকজন বলছে বন্যা হয়নি। আমরা কি সাধ করে ঘর ফেলে এখানে এসেছি। বিডিও-র কাছে আমাদের নিয়ে চলুন। একটু খাবারের ব্যবস্থা করে দিন।'

২২ সেপ্টেম্বর বেলা দেড়টার সময় অফিস সম্পাদিকা খাদিজা বানুর নেতৃত্বে নবগ্রাম বিডিও-র কাছে ডেপুটেশনে যান কমিটির আঞ্চলিক সম্পাদক সালাম সেখ সহ অন্যান্য সদস্যরা। সেখানে বিডিও বলেন, আমি অসুস্থ, অসহায়, কর্মচারীদের অসহযোগিতার জন্য মঞ্জুর করা সত্ত্বেও আজও ত্রাণ পৌঁছানো যাচ্ছে না। আমাদের প্রশ্ন বিডিও-র নির্দেশ সত্ত্বেও ত্রাণের চাল বিলি হচ্ছে না কার অঙ্গুলিহেলনে?

নবগ্রাম ছাড়াও খড়গ্রাম থানার প্রায় ৩০ হাজার মানুষ জলবন্দী। ভরতপুর থানার প্রায় ৩৫ হাজার মানুষ ময়ূরাক্ষী বাঁধের উপর আশ্রয় নিয়েছে। কান্দি ব্লকের পুরন্দরপুর অঞ্চলের মাঠের ফসল সম্পূর্ণ নষ্ট হয়েছে। কয়েকটি অঞ্চল সম্পূর্ণ প্লাবিত হয়েছে। সূতি ২নং ব্লকের বেশ কিছু গ্রাম ভেসেছে। সূতি ১নং ব্লকে বহুতালি হারোয়াড় গ্রামগুলি পুনরায় ডুবেছে। সর্বত্র একই চিত্র — ত্রাণের অভাব। আটটি ব্লকে বারোটিরও বেশি বাঁধ ভেঙেছে। ২২ সেপ্টেম্বর বিকেল ৪টেয় জেলা শাসকের নিকট কমিটির সভাপতি প্রাণরঞ্জন চৌধুরীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল পর্যাপ্ত ত্রাণ, ত্রাণ নিয়ে দলবাজি ও দুর্নীতিরোধ, ওষুধ, চিকিৎসার ব্যবস্থা, ঘর ভাঙার টাকার দাবিতে ডেপুটেশন দেন। জেলা শাসক দাবি করেন, তিনি পর্যাপ্ত ত্রাণ দিচ্ছেন। কমিটির নেতৃবৃন্দ ক্ষোভের সাথে জানান, দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করে ত্রাণ না পাওয়া মানুষের সংখ্যাই তারা বেশি দেখেছেন।''

উল্লেখ্য দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটি মুর্শিদাবাদ জেলায় বন্যা-ভাঙন রোধে আন্দোলন করে আসছে। ২০০০ সালের ১৭ জুলাই আন্দোলনে শহীদ হয়েছেন নহিউরুদ্দিন সেখ। প্রায় শতাধিক ব্যক্তি এখনো পর্যন্ত মিথ্যা মামলার আসামী। দীর্ঘ বছর ধরে বিক্ষোভ, ডেপুটেশন, অনশন, অবস্থান, আইন অমান্য, পদযাত্রা ইত্যাদি কর্মসূচী পালিত হয়েছে। শুখা মরশুমে বাঁধ মেরামতি, বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় আগাম প্রস্তুতি, বন্যা-ভাঙন রোধে মাস্টারপ্ল্যান, ভাঙনে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ইত্যাদির দাবিতে গত ১৯ জুলাই জেলা কালেক্টরেটের সামনে পাঁচ শতাধিক মানুষ অবস্থান করেন।

আশার বিষয় এটাই যে আন্দোলনের চাপেই খানিকটা হলেও সরকারকে বন্যা-ভাঙনের বিষয়টা নিয়ে ভাবতে হচ্ছে। খড়িবোনার বাঁধ বাঁধানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী গত ২৯ জুন ৬৮ কোটি টাকা বন্যা-ভাঙন রোধে ঘোষণা করেছেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় আরও ৩০ কোটি টাকা দেবেন বলে জানিয়েছেন। আমজনতা থেকে নদী বিজ্ঞানী সকলের একটাই প্রশ্ন — বরাদ্দ টাকা খরচের জন্য মাস্টারপ্ল্যান কোথায়? পরিকল্পনা ছাড়া টাকা খরচ করে বন্যা-ভাঙন রোধ হবে কি? আগামী দিনে এ জেলার সব হারানোর দুঃখ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ রেহাই পাবেন কি? চাই মাস্টারপ্ল্যান, চাই সরকারের জনমুখী দৃষ্টিভঙ্গি, আর সেজন্য সবার মূলে প্রয়োজন সরকারের ঘুম ভাঙাতে বলিষ্ঠ আন্দোলন।

তুফানগঞ্জে হকার্স সম্মেলন

রুটি-রুজির তাগিদে রোদ-ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে রাস্তাঘাট-ট্রেন-বাসে জিনিস ফেরি করে বেঁচে থাকার লড়াইতে সামিল হয়েছেন যে হকাররা, তাঁদের সমস্যার প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন সরকার এই হাড়ভাঙা পরিশ্রমের ন্যায্য স্বীকৃতি দিতেও রাজি নয়। এরই সঙ্গে হকার উচ্ছেদের নির্মম সরকারি ফতোয়ায় গোটা রাজ্যের হকাররা আজ বিপন্ন। তাই লড়াইয়ের ময়দানে সামিল হয়েছেন হকাররা। কোচবিহারের তুফানগঞ্জে গড়ে উঠেছে মহকুমা সংগ্রামী হকার্স ইউনিয়ন। গত ১৮ সেপ্টেম্বর এই সংগঠনটির ১ম মহকুমা সম্মেলন টাউন গভর্নমেন্ট প্রাইমারি স্কুলে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় অনুষ্ঠিত হয়। সমস্ত হকাররা তাদের কাজ বন্ধ রেখে সম্মেলনে অংশ নেন। সম্মেলনের প্রধান বক্তা প্রাক্তন সাংসদ ও প্রাক্তন বিধায়ক কমরেড দেবেন্দ্রনাথ বর্মন তার দীর্ঘ ভাষণে হকারদের নিজস্ব দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার পাশাপাশি রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির উপর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন গণআন্দোলনের নেত্রী কমরেড সান্ত্বনা দত্ত, ইউনিয়ন সম্পাদক কমরেড মিন্টু আহমেদ। প্রতিনিধিরা উৎসাহের সাথে আলোচনায় অংশ নেন। ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন সংগ্রামী রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দও বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনে ৮০ জন বিভিন্ন পেশার হকার প্রতিনিধি হিসেবে অংশ নেন। সম্মেলন মঞ্চ থেকে সংগঠন সম্পাদক ৬ অক্টোবর-এর মহামিছিল ও স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান সফল করার আহ্বান জানান এবং আগামী ৭ নভেম্বর মহকুমা শ্রমিক সমাবেশের কথা ঘোষণা করেন। সম্মেলন শেষে একটি দৃপ্ত মিছিল শহর পরিক্রমা করে। সম্মেলনে কমরেড সান্ত্বনা দত্তকে সভাপতি ও কমরেড মিন্টু আহমেদকে সম্পাদক করে ১৫ জনের একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়।

মহান বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের ১২৫তম জন্মবার্ষিকীতে

তৃতীয় সারা বাংলা বিজ্ঞান সম্মেলন

১৫ - ১৭ অক্টোবর ২০০৪ কলকাতা

উদ্যোগে ঃ ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটি

৯ ক্রীক রো, কলকাতা ৭০০০১৪

কমরেড সৌরভ এক উজ্জ্বল বিপ্লবী চরিত্র

স্মরণসভায় কমরেড প্রভাস ঘোষ

কমরেড সৌরভ বসুর বিপ্লবী স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এস ইউ সি আই কলকাতা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। মূল হলে প্রবেশের মুখে খোলা জায়গায় আয়োজন করা হয়েছিল কমরেড সৌরভের আঁকা কিছু দর্শনীয় ছবির প্রদর্শনী। ২০০০ সালে ওড়িশায় সাইক্লোন বিধ্বস্ত মানুষের বিপন্নতার প্রতীক 'ওড়িশা মায়ের কান্না' নামের ছবিটিও প্রদর্শনীতে রাখা ছিল, এছাড়া ছিল কয়েকটি পোর্ট্রেট।

সভা শুরু হওয়ার আগেই হলের সমস্ত আসন পূর্ণ হয়ে যায়, মেঝেও ছিল ভিড়ে ঠাসা। মঞ্চে স্থাপিত কমরেড সৌরভের ছবিতে দল ও গণসংগঠনগুলির বিভিন্ন জেলা ও আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে নেতৃবৃন্দ মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। কমসোমল সদস্যরা প্যারেড করে এসে মাল্যদান করে। প্রাক্তন কমসোমল সদস্যরা, ৪৯টি রক্তগোলাপের পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। শ্রদ্ধা জানান সৌরভের আত্মীয় পরিজনরাও।

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণে রচিত সঙ্গীত পরিবেশিত হওয়ার পর, সভার সভাপতি, কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড মানিক মুখার্জীর আহ্বানে সকলে উঠে দাঁড়িয়ে কমরেড সৌরভের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধায় ১ মিনিট নীরবতা পালন করেন। এরপর একে একে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান মঞ্চে উপস্থিত কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ — কমরেডস্ অনিল সেন, সুকোমল দাশগুপ্ত, শীতেশ দাশগুপ্ত, প্রভাস ঘোষ, অসিত ভট্টাচার্য এবং সেন্ট্রাল স্টাফ কমরেডস্ মানিক মুখার্জী, প্রতিভা মুখার্জী ও ছায়া মুখার্জী।

সভাপতির প্রারম্ভিক বক্তব্যে কমরেড মানিক মুখার্জী বলেন, আমার চেয়ে ২২ বছরের ছোট এই প্রয়াত কমরেডটির স্মরণসভায় দাঁড়িয়ে কিছু বলা খুবই কঠিন। কিন্তু কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা আমরা সকলেই জানি, অত্যন্ত ব্যথা-বেদনার সময়ও বিপ্লবীদের দায়িত্ব-কর্তব্য করে যেতেই হয় এবং ঐ দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়েই প্রয়াত কমরেডের স্মৃতির প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা দেখানো হয়। কমরেড সৌরভ তার সকল গুণ, ক্ষমতা, যোগ্যতাকে দলের প্রয়োজনে কাজে লাগিয়েছে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। আমি যে কমিউনে থাকি, ছোট বয়সে সেখানেই সে এসেছিল, ছিল সন্তানের মতই। তার সাথে বহু সুখদুঃখের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। দেখেছি, কমরেড ঘোষের শিক্ষা মেনে বড় হয়ে ওঠার জন্য তার সংগ্রাম।

তার বহুগুণের মধ্যে একটি ছিল ছবি আঁকা। রাস্তার মুটেমজুর, বাজারের মাছ বিক্রেতার ছবি দিয়েই কিশোর বয়সে তার আঁকা শুরু। বহু ছবি সে এঁকেছে। তার বেশ কিছু সে অন্যদের দিয়েছে, অথবা হারিয়ে গেছে বা নষ্ট হয়ে গেছে। আজ এই হলের সামনে আমরা সামান্য কয়েকটি নমুনা দিতে পেরেছি। তাছাড়া, ওর বেশিরভাগ ছবিই চারকোলে আঁকা ; ওসব ছবি প্রদর্শনীতে দেখাতে হলে কিছু প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়, নয়তো হাতের ঘষায় ছবি নষ্ট হয়ে যায়। প্রস্তুত করার সেই সময় পাওয়া যায়নি। বাকি ছবিগুলি নিয়ে ভবিষ্যতে প্রদর্শনী করার ইচ্ছা আমাদের আছে।

আপনারা জানেন, সে বহু বছর আমাদের প্রিয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ছিল। অসুস্থতার জন্য কমরেড মুখার্জী এই সভায় আসতে না পেরে সৌরভের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ লিখে পাঠিয়েছেন।

কমরেড মানিক মুখার্জী তারপর কমরেড সাধারণ সম্পাদকের প্রেরিত ঐ শ্রদ্ধার্ঘটি পাঠ করে শোনান। (দ্রষ্টব্য ৫ পাতায়)

এরপর সভার প্রধান বক্তা, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বক্তব্য রাখেন।

তিনি বলেন, আমরা যাঁরা এখানে মঞ্চে আছি, যাঁদের প্রায় সন্তানতুল্য ছিল কমরেড সৌরভ, তাঁদের পক্ষে এই স্মরণসভায় কিছু বলা যে কতটা কষ্টকর, সেটা আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন। আজ তার ছবিতে আমরা মাল্যদান করলাম। ইতিপূর্বে তার ছবি আমাদের দলের কোনও মুখপত্রে কখনও প্রকাশিত হয়নি। কমরেড সৌরভের কোনও বক্তব্য, কোনও ভাষণ প্রকাশিত তো হয়ইনি, তার নামও কোনদিন ছাপা হয়েছে কিনা আমার মনে নেই। অথচ, তার মৃত্যুর পর ১৫ সেপ্টেম্বর আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী যখন প্রস্তাব করলেন প্রয়াত কমরেড সৌরভকে মরণোত্তর স্টাফ সদস্যপদের মর্যাদা দেওয়া হোক, উপস্থিত সকলেই একবাক্যে তা মেনে নিয়েছেন।

স্মরণসভায় নেতৃবৃন্দ ঃ (বাঁ দিক থেকে) কমরেডস্ অনিল সেন, অসিত ভট্টাচার্য, সুকোমল দাশগুপ্ত, মানিক মুখার্জী, শীতেশ দাশগুপ্ত ও প্রভাস ঘোষ

আমরা প্রত্যেকে অনুভব করেছি ও আমাদের চেয়ে অনেক ছোট হয়েও কেমনভাবে যেন আমাদের বুকে একটা বড় স্থান দখল করে আছে। কমরেড প্রীতীশ চন্দ, কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জী যদি আজ বেঁচে থাকতেন, তাঁরাও এভাবেই সম্মতি দিতেন।

কীভাবে কমরেড সৌরভের চরিত্রের বিকাশ ঘটেছে, সেটা আপনারা শুনেছেন শ্রদ্ধেয় সাধারণ সম্পাদকের শোকবার্তার মধ্যে। কমরেড সৌরভের পিতা প্রয়াত কমরেড রবি বসু ছিলেন আমাদের দলের একজন উন্নত স্তরের বিপ্লবী নেতা, পূর্বতন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বিশিষ্ট সদস্য। তিনি তাঁর একমাত্র সন্তানকে পার্টির হাতে তুলে দিয়েছিলেন যাতে সে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা অনুযায়ী অত্যন্ত উন্নত মানের বিপ্লবী চরিত্র অর্জন করতে পারে। আপনারা জানেন, আমাদের প্রয়াত নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ এদেশের শোষিত মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে একটা বিপ্লবী সাধনার মহাযজ্ঞে লিপ্ত ছিলেন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে ভিত্তি করে এদেশে সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, রাজনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি-নীতি-নৈতিকতা, জীবনের সমস্ত দিক পরিব্যাপ্ত করে তিনি উন্নত মানের একদল নতুন মানুষ তৈরি করার সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন। এদেশের বুকে রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে যে নবজাগরণ, পরবর্তীকালে সি আর দাস, সুভাষ বোসদের যুগের যে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অধ্যায়, এ সবটা নিয়ে আমাদের দেশে যে বুর্জোয়া মানবতাবাদী আন্দোলনের যুগ — সে যুগে এদেশে অনেক মহৎ চরিত্রের সৃষ্টি হয়েছিল নানান দিক ব্যাপ্ত করে। পরবর্তীকালে প্রতিক্রিয়াশীল ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের যুগে এদেশে পুঁজিবাদ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর নেমে এসেছিল অত্যন্ত অন্ধকার, যা এখনো চলছে। মনুষ্যত্বের সংকট, চরিত্রের সংকট, নীতি-নৈতিকতার সংকট, রাজনীতির সংকট, অর্থনীতির সংকট জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই কমরেড শিবদাস ঘোষ পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের লক্ষ্যকে সামনে রেখে নতুন আলো হিসাবে যুগোপযোগী উন্নত সর্বহারা সংস্কৃতি, সর্বহারা বিপ্লবী আদর্শ — এগুলিকে আমাদের সামনে উত্থাপন করেছিলেন। এবং এই উন্নত মানের তিনি নিজে ছিলেন সার্থক জীবন্ত প্রতীক। তাঁর সংস্পর্শে এসে কমরেড রবি বসু মহান আদর্শ ও চরিত্রের যে ছোঁয়া পেয়েছিলেন, স্বপ্ন ছিল নিজের সন্তানও সেটা পেয়ে বড় হয়ে উঠুক।

শৈশবেই সৌরভকে রবিদা মাঝে মাঝে কমিউনে শিবদাস ঘোষের কাছে নিয়ে আসতেন, কখনও কখনও সে থাকত, আবার চলে যেত। এভাবে চলতে চলতে একটা সময় সে নিজেই শিববাবুর কাছে বলল 'আমি কমিউনেই থাকব'। মাকেও সে খুব ভালবাসত। সেই মায়ের চোখের জলকে পিছনে রেখেই সে বেরিয়ে এসেছিল। কমরেড শিবদাস ঘোষ ছিলেন সৌরভের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। কমরেড ঘোষের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম খুঁটিনাটি সবকিছু তার চরিত্রের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে আয়ত্ত করার সাধনা জীবনের সকল ক্ষেত্রে নীরবে নিভৃতে সে করে গেছে। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ বা এই স্তরের কোন নেতার সান্নিধ্যে থাকলেই সকলের ক্ষেত্রে এই বিকাশ হয় না। তা নেওয়ার মতো নিজের মধ্যে সর্বাত্মক নিরন্তর সংগ্রাম চাই। কার কতটা বিকাশ হবে এটা নির্ভর করে কে কতটা অন্যান্য ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়াকে পেছনে রেখে একাগ্রচিত্তে একলব্যের মতো সাধনা করতে পারে। কমরেড সৌরভের এই সাধনা ছিল। কৈশোর-যৌবনের কোনও চাওয়া যদি হাতছানি দিয়েও থাকে, তাহলেও ঐ হাতছানি পর্যন্তই। সাধনায় মগ্ন চিত্তে তা বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পারেনি। বিপ্লবই ছিল তার ধ্যান-জ্ঞান।

কমরেড সৌরভ খুবই পড়াশুনা করত। নেতাদেরও অনেক সময় নানা রেফারেন্স দিয়ে সাহায্য করত। কিন্তু স্কলাস্টিসিজম্-এর চিহ্নমাত্র তার আচরণে ছিল না। ওর যে এত পড়াশুনা ছিল, উচ্চস্তরের তত্ত্বজ্ঞান ছিল, সেকথা ওর সাথে যারা মিশেছে, তারা অনেকেই বুঝতে পারত না যদি না আলোচনায় তেমন কোনও প্রসঙ্গ আসত। নিজেকে জাহির করা, আত্মম্ভরিতা, অহংকার — এসবের লেশমাত্র তার ছিল না। হ্যাঁ, লেশমাত্র ছিল না — একথা আমি পরিষ্কার বলছি।

কমরেড নীহার মুখার্জী বলেছেন, নেতাদের, এমনকী তিনি তাঁর নিজের প্রসঙ্গেও বলেছেন, কোনও বক্তব্য বা আচরণ নিয়ে যদি সৌরভের প্রশ্ন জাগত, সে সরাসরি সে কথা বলত। আমাদেরও সে অনেক সময় সাহায্য করেছে। কোনও রেফারেন্সে হয়তো ভুল করেছি, কোন বিষয়ের ব্যাখ্যায় যুক্তির উপস্থাপনা হয়তো ঠিকমতো হয়নি মনে করলে সেকথা আমাদের বলতো। যতক্ষণ মতপার্থক্য হত, ততক্ষণ কুতর্ক নয়, যুক্তি করত বিষয়টা জানবার জন্য, বোঝবার জন্য। এখানে সে ছিল খুবই দৃঢ় চরিত্রের। যুক্তিতে না বোঝা পর্যন্ত তর্ক করত। কিন্তু ওর বলার মধ্যে একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল। আমাকে বা আমার অন্য কোনও সহকর্মী, যাকেই বলুক না কেন, বলার মধ্যে ছিল একটা প্রবল শ্রদ্ধা, একটা বিনম্র ভাব। এ অত্যন্ত বিরল জিনিস। এ যেন সন্তান পিতাকে বলছে, ছোটভাই বড়ভাইকে বলছে। আবার এ নিয়ে কোথাও সে আলোচনা করে বলত না যে, 'আমি অমুক নেতার এই ভুল ধরেছি'। অন্যদিকে, আলোচনায় যে মুহূর্তে বুঝতে পারত সে ভুল করছিল, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তা মেনে নিত, মুখ চোখের চেহারা পাল্টে যেত।

সৌরভের কোনও আচরণ নিয়ে যখন কেউ সমালোচনা করেছেন, প্রচলিত অর্থে কোনও খারাপ আচরণ নয়, হয়তো রাত জেগে লিখছে, পড়ছে, ছবি আঁকছে, স্বাস্থ্য ভাঙছে, হয়তো কোনও জরুরি কাজ ভুলে গেছে, বড়রা এসব নিয়ে বকতেন। কখনও খুব তীব্রভাবেই বকতেন। সেখানে কোনও তর্ক করত না, মাথা নিচু করে শুনত। এমনকী বড়রা যদি ভুল করেও তাকে বকে থাকেন, অন্যায়ভাবে আঘাত দিয়েও কথা বলে থাকেন, বুঝবার চেষ্টা করত, তর্ক করত না।

আমাদের দল একটা বিরাট পরিবার, আমরা সকলে একরকম নয়। কেউ শান্ত ধীর-স্থির, কেউ অশান্ত, কেউ অল্পেই উত্তেজিত হয়ে পড়েন, রেগে যান। যাঁরা সৌরভকে খুবই ভালবাসেন, স্নেহ করেন, তাঁরাই হয়তো কখনও ভুল বুঝে রাগ করে তাকে অত্যন্ত আঘাত দিয়েছেন। কিন্তু এসব ক্ষেত্রেও সৌরভ কখনও পাল্টা প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। যিনি আঘাত দিয়েছেন, তাঁর সম্পর্কে সে কোথাও অভিযোগ করেছে, ক্ষোভ-বিক্ষোভ নিয়ে চলেছে, অশ্রদ্ধা দেখিয়েছে এমন নজির কারও জানা নেই। চরিত্রের কতটা উন্নত স্তরে পৌঁছালে এই আচরণ সম্ভব।

সৌরভের সঙ্গে কারোর খারাপ সম্পর্ক হওয়ার উপায়ই ছিল না। কেউ পরত না। এটাই ছিল তার গুণ। নম্রতা, ভদ্রতা, সৌজন্য ছিল তার

ছয়ের পাতায় দেখুন

প্রয়াত কমরেড সৌরভ বসুর প্রতি

সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

(১৯ সেপ্টেম্বরের স্মরণসভায় অসুস্থতার জন্য উপস্থিত থাকতে না পারায় সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর এই শ্রদ্ধার্ঘটি পাঠ করে শোনানো হয়।)

প্রিয় কমরেডস্ ও বন্ধুগণ,

কমরেড সৌরভ বসু গত ১৪ই সেপ্টেম্বর সকালে আকস্মিকভাবে তীব্র হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৪৯ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। তার পিতা, প্রয়াত কমরেড রবি বসু ছিলেন আমাদের পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর বিশিষ্ট সদস্য। তাঁরই প্রেরণায় কমরেড সৌরভ বাল্যকাল ও কৈশোরের সন্ধিক্ষণ থেকেই দলের কেন্দ্রীয় কমিউনে আমাদের নেতা ও পথপ্রদর্শক কমরেড শিবদাস ঘোষের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসে।

সেই সময়ই তার মধ্যে কতকগুলো অত্যন্ত বিরল গুণের প্রকাশ দেখা যায়। একদিকে তার ছিল প্রখর স্মরণশক্তি, অন্যদিকে ছিল বই পড়ার প্রবল ঝোঁক। এই গুণ তার পিতারও ছিল, এবং পিতার কাছ থেকেই সে এটা পেয়েছিল। আর তার ছিল ছবি আঁকার প্রতি প্রবল আকর্ষণ। কোন শিক্ষকের সাহায্য এবং প্রথাগত অঙ্কনশিক্ষা ছাড়াই, নিজের শিল্পীমনের আকুতি তাকে ছবি আঁকার দিকে নিয়ে যায়। তবে এ ব্যাপারে আমাদের দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য প্রখ্যাত ভাস্কর কমরেড তাপস দত্তের অবদান অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাঁর কাছ থেকে ছবি আঁকার তত্ত্বগত ও অন্যান্য দিক সম্পর্কে সাহায্য ও প্রেরণা তাকে ছবি আঁকার ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে উৎসাহিত ও দক্ষ হতে সাহায্য করেছে। এইভাবে সে প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কন, কাউকে সামনে বসিয়ে পোর্ট্রেট অঙ্কন, জল রং তেল রং, বিশেষ করে চারকোল স্কেচে জীবনের স্পন্দন ফুটিয়ে তোলায় সিদ্ধহস্ত হয়ে ওঠে। ছোটবেলা থেকেই সঙ্গীতের প্রতি, বিশেষ করে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রতি সে আকৃষ্ট হয় এবং পরবর্তীকালে এ ব্যাপারেও কারো সাহায্য ছাড়াই সঙ্গীতের বিভিন্ন রাগরাগিণী সম্পর্কে সে জ্ঞান আয়ত্ত করে।

কমসোমলের কর্মী হিসাবে তার পার্টিজীবন শুরু। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সে কমসোমলের একজন বিশিষ্ট সংগঠকে পরিণত হয়। কমসোমলের সংগঠন করতে গিয়ে সে কমসোমলের প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক কমরেড শিবদাস ঘোষের খুব কাছাকাছি চলে আসে। এই ঘটনা ভবিষ্যতে উন্নত বিপ্লবী চরিত্র অর্জনের ক্ষেত্রে তার জীবনে বিপুল প্রভাব ফেলে। সেই সময়ে কলকাতায় যতগুলি স্টাডি সার্কেল, রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির কমরেড শিবদাস ঘোষ পরিচালনা করেছেন তার সবগুলিতেই কমরেড সৌরভ বসু অংশগ্রহণ করত এবং নোট নিত। কৈশোরেই ওই শিক্ষাশিবিরগুলিতে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি গড়ে না উঠলেও পরবর্তীকালে একদিকে কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কমসোমল সংগঠন গড়ে তোলা ও অন্যদিকে কমরেড ঘোষের সমস্ত রচনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ার মধ্য দিয়ে পার্টির আদর্শ ও বিচারধারার মূল মর্মবস্তু সে আয়ত্ত করে এবং স্বকীয় প্রচেষ্টাতেই মার্কসীয় ক্লাসিকস গভীরভাবে অধ্যয়ন করে। এই পথেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে একটি সামগ্রিক উপলব্ধি তার মধ্যে গড়ে ওঠে। এরই পরিক্রমায়, জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করার ক্ষমতা সে আয়ত্ত করতে থাকে।

কমসোমলের সংগঠক থেকে সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ক্রমে পার্টি-সংগঠকে পরিণত হওয়া তার জীবনে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯৮২ সালের শেষের দিকে, মাদ্রাজ পার্টি সংগঠন গড়ে তোলার শুরুর সময়ে পার্টি তাকে মাদ্রাজে (বর্তমানে চেন্নাই) পাঠায়। স্বল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা একটা ভিন্ন প্রদেশে, তামিল ভাষাভাষী জনগণের মধ্যে কাজ করার জন্য তামিল ভাষা পড়তে লিখতে ও বলতে পারার ক্ষমতা সে আয়ত্ত করে। তার স্বভাবসুলভ চারিত্রিক গুণের জন্য যেখানেই সে গিয়েছে সেখানেই সাধারণ মানুষের মধ্যে সহজেই মিশতে এবং তাদের মন সে জয় করতে পেরেছে। এই ক্ষমতার দ্বারাই, শ্রমিক সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে শিক্ষক-অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী পর্যন্ত সকলের সাথে সহজেই পরিচয় করা এবং পার্টির চিন্তার দ্বারা তাঁদের প্রভাবিত করার মাধ্যমে, পার্টির সংগঠনের বিস্তার ঘটানোর ক্ষেত্রে সে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এই সংগ্রামের স্বীকৃতি হিসাবেই ১৯৮৭ সালে পার্টির মাদ্রাজ-চিঙ্গলপেট জেলা সম্মেলনে সে ঐ জেলা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়।

পার্টির জরুরি প্রয়োজনে ১৯৮৯ সালের শেষদিকে তাকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। কলকাতায় আসার পর, আমার অসুস্থতার কারণে পার্টি তাকে আমার শুশ্রূষার দায়িত্ব দেয়। তখন থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে আমার সাথেই ছিল। সে শুধু আমাকে দেখাশোনাই করত না, কার্যত ধীরে ধীরে সমস্ত ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত সহকারী বা পি.এ.-র দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সে পালন করে গেছে। সেই সময় থেকে আমার লেখা যত প্রবন্ধ, পুস্তিকা, আমার পাঠানো সমস্ত বার্তা কমরেড সৌরভের কলমেই লিপিবদ্ধ হয়েছে। অথচ সাধারণ স্কুল-কলেজের শিক্ষা সে সামান্যই নিয়েছে। স্কুল ফাইনাল পাশ করার পর সে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তিই হয়েছিল মাত্র, কারণ কিছুদিন বাদেই সে কলেজ যাওয়া বন্ধ করে দেয়। কিন্তু লেখাপড়ার কাজ সে কখনো ছাড়েনি — মৃত্যু পর্যন্ত চালিয়ে গিয়েছে। দীর্ঘসময় ধরে যখন আমি ঘাটশিলায় ছিলাম, তখন সেখানে থেকে সে হিন্দি ভাষা বলতে লিখতে ও পড়তে শেখে এবং এরই মধ্যে সম্পূর্ণ স্ব-উদ্যোগে ফরাসি ভাষাও বলতে লিখতে ও পড়তে পারার দক্ষতা অর্জন করে এবং কয়েকটি ফরাসি প্রবন্ধ ইংরেজি ও বাংলায় অনুবাদ করে। ১৯৯৮ সালে ইটালির 'নিনো পাস্তি' সংগঠনের রবার্তো গ্যাব্রিয়েলের ফরাসি ভাষায় আমার সাথে কথোপকথনের সময় কমরেড সৌরভ দোভাষীর কাজ করে। ১৯৯৪ সালে কমরেড মাও সে তুঙ-এর শততম জন্মবার্ষিকীতে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে ''লাইফ স্ট্রাগল অ্যান্ড টিচিংস অব কমরেড মাও সে-তুঙ' নামে ইংরেজিতে যে পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়, সেটিও আমার নির্দেশে ও তত্ত্বাবধানে কমরেড সৌরভই লিখেছিল।

তার জ্ঞান ছিল বহুমুখী এবং সৃজনশীল। জানবার অদম্য আকাঙ্ক্ষায় বহু বিষয়, এমনকী প্রাথমিক চিকিৎসারও বহু বিষয় সে আয়ত্ত করে। এই বহুমুখী জ্ঞান থাকায় সমাজের নানা স্তরের নানা পেশার মানুষের নিজ নিজ আগ্রহের বিষয়গুলি নিয়ে সে মতবিনিময় করতে পারত এবং তাঁদের ওপর সেই সমস্ত বিষয়ের ওপর নিজের জ্ঞান এবং তার সাথে নিজ চরিত্রের ও মধুর স্বভাবের ছাপ ফেলে সকলের শ্রদ্ধামিশ্রিত গভীর ভালোবাসা কেড়ে নিতে পারত। আর একটা বৈশিষ্ট্য তার ছিল — সে কিছু না করে কখনো বসে থাকতে পারত না। সর্বদা হয় লিখত, নাহয় পড়ত, নাহয় আঁকত, নাহয় আলোচনা করত। এই সদা সৃজনধর্মিতার প্রভাবে আশেপাশের সকলেই তার প্রতি আকৃষ্ট হতো। বাস্তবে তার সাথে মেশার সুযোগ যাদেরই ঘটেছে তার সেই প্রাণখোলা হাসি ও সুমিষ্ট স্বভাবের দ্বারা তাদের ওপর এমন ছাপ সে রেখে গেছে যে তাকে কেউ কোনদিন ভুলতে পারবে না। কিশোর বয়স থেকে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাকে জনগণের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার নিরলস প্রচেষ্টার দ্বারা দলের উচ্চ সংস্কৃতিগত মান সে আয়ত্ত করেছিল। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা অনুযায়ী নিজেকে প্রতিনিয়ত ভেঙে গড়ার নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে সে ছিল নিরলস। তার চরিত্রের মস্ত বড় গুণ ছিল এই যে, মতবিনিময় ও আলোচনায় তার জ্ঞানের পরিচয় থাকলেও নিজেকে কখনোই সে জাহির করত না। মতবিরোধের ক্ষেত্রে নিজের মত দৃঢ়ভাবে ও ঋজুভাবে বলত, কিন্তু বিনয় ও নম্রতা, উচ্চ রুচিগত মানের কোন ঘাটতি তীব্র মতবিরোধের মধ্যেও কোনদিনই তার মধ্যে দেখা যায়নি। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা অনুযায়ী দলের সর্বোচ্চ নেতাদের ক্ষেত্রেও আচরণ, বক্তব্য যদি কমরেড ঘোষের শিক্ষার ব্যতিক্রম বলে মনে করত, এমনকী আমার ক্ষেত্রে হলেও মুখের ওপর বলার সৎসাহস সে রাখত। সর্বোপরি কঠোর এমনকী বিরূপ সমালোচনাও কেবল ধৈর্য সহকারে শোনাই নয়, বিনম্রভাবে গ্রহণ করার মতো চরিত্রের উঁচু মান সে অর্জন করেছিল।

কমরেড শিবদাস ঘোষ এই দলটি গঠনের সময় যে ধরনের, যে ধাতুতে গড়া ক্যাডার তৈরি করতে চেয়েছিলেন, তারই একটি প্রাণবন্ত দৃষ্টান্ত হিসাবে কমরেড সৌরভ আমাদের মধ্যে ছিল, তেমনভাবেই সে আমাদের মনের মধ্যে থাকবে। সর্বহারাশ্রেণী, বিপ্লব ও দলের স্বার্থের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করার উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জনের সংগ্রামে সে এমন একটা উন্নত স্তরে পৌঁছেছিল, যার স্বীকৃতি হিসাবে, তার মৃত্যুর পর, ১৫ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় তাকে মরণোত্তর স্টাফ সদস্যের মর্যাদা দিয়ে সম্মানিত করা হয়। আমি মনে করি, তার চরিত্রের গুণাবলী থেকে শুধু দলের কর্মীদেরই নয়, নেতাদেরও শেখবার আছে।

কমরেড সৌরভ বসু লাল সেলাম

পূর্ব মেদিনীপুর

মেচেদায় পথ অবরোধ করে দাবি আদায়

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার গেটওয়ে মেচেদা রেলস্টেশন ও কেন্দ্রীয় বাসস্ট্যান্ডে যাওয়ার জন্য ৪১নং হলদিয়া-কোলাঘাট জাতীয় সড়ক থেকে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত রাস্তাটি খানাখন্দে ভরা। বাস চলাচল দূরের কথা পায়ে হেঁটে চলাই দুঃসাধ্য। বাস স্ট্যান্ডের পাশে হাইওয়ে দপ্তরের স্টোর, ফলে এই দপ্তরের ভারী যানবাহন সবসময় এই পথে চলায় রাস্তাটি দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। এই রাস্তা সারানোর দাবিতে এস ইউ সি আই মেচেদা লোকাল কমিটির উদ্যোগে কমরেড তপন ভৌমিক ও কমরেড জগন্নাথ দাসের নেতৃত্বে দলীয় কর্মী-সমর্থক ও জনসাধারণ ২১ সেপ্টেম্বর পথ অবরোধ করেন। শুধু রাস্তা সারাই নয় হাইওয়ের মোড়ে রাত্রে আলোর ব্যবস্থারও দাবি করা হয়। হাইওয়ে দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার দ্রুত দাবিগুলি পূরণের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। উল্লেখ্য, ২৩ সেপ্টেম্বর রাস্তাটি তৎপরতার সঙ্গে সারিয়ে দেয় হাইওয়ে দপ্তর।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১২৯তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত

ভারতবর্ষের রেনেশাঁ আন্দোলনের পার্থিব মানবতাবাদের বলিষ্ঠ ও আপসহীন ধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ, মহান মানবতাবাদী সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১২৯তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয় তাঁর হাওড়ার সামতাবেড়ের বাসভবনে গত ১৭ সেপ্টেম্বর। এই উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ১২৫তম শরৎচন্দ্র জন্মবার্ষিকী কমিটি।

'বর্তমান সময়ে শরৎ সাহিত্যের প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক আলোচনা সভায় মুখ্য আলোচক ছিলেন সারা বাংলা ১২৫তম শরৎচন্দ্র জন্মবার্ষিকী কমিটির সহ-সভাপতি সৌমেন বসু। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষক অমলেন্দু পাঁজা। হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলার দুই শতাধিক মানুষ এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কমিটির পক্ষ থেকে দেউলটি স্টেশনের নাম 'শরৎচন্দ্র' করার এবং স্টেশনে শরৎচন্দ্রের একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপনের দাবিতে স্মারকলিপি রেলমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হয়।

মনোরমা দেবী হত্যা ঃ শিলচরে প্রতিবাদ সভা

মনোরমা দেবীর হত্যাকারীদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান, মণিপুরে সামরিক বাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং মণিপুরের মহিলাদের উপর সামরিক বাহিনীর অত্যাচারের ইস্যুকে সামনে রেখে গত ১৮ সেপ্টেম্বর শিলচর গান্ধীভবনে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিবাদ সভার মুখ্য আয়োজক ছিল সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের কাছাড় জেলা কমিটি এবং সারা আসাম মণিপুরি ওমেন মইরাপাইবি কো-অর্ডিনেশন কমিটি। প্রতিবাদ সভায় বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের অসম রাজ্য কমিটির সম্পাদিকা ইনা হুসেন, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ নিরাকার মল্লিক, আইনজীবী ইরাবত সিংহ, সাবিত্রী দেবী, শ্যামদেও কুর্মী, চন্দন সেনগুপ্ত এবং এনজি নবদ্বীপ সিংহ। সভার শুরুতে মনোরমা দেবীর স্মৃতির উদ্দেশে দু'মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন দুলালী গাঙ্গুলি। সভায় সব বক্তাই মনোরমা দেবীর হত্যাকাণ্ডকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেন এবং মণিপুরের বর্তমান পরিস্থিতিকে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করে তার সমাধানের জন্য আহ্বান জানান। সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন জয়ন্তী দেবী।

বক্তব্য রাখছেন এম এস এস অসম রাজ্য কমিটির সম্পাদিকা ইনা হুসেন

কমরেড সৌরভ এক উজ্জ্বল বিপ্লবী চরিত্র

চারের পাতার পর

স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। এটা নিছক তার 'ম্যানার্স' বা উপর উপর ভদ্র আচরণ ছিল না। 'ম্যানার্স' হচ্ছে বাহ্যিক আচরণ। যার প্রতি আমার বিরক্তি আছে, অনাসক্তি আছে, তার সঙ্গেও হাসিমুখে কথা বলি ; যাকে অন্তর থেকে চাইছি না, তাকেও আদর -আপ্যায়ন করি। এগুলো হচ্ছে ম্যানার্স, যেটা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আসে না। এটা বাহ্যিক ব্যাপার। কালচার সম্পূর্ণ আলাদা, সেটা অন্তরের, এটাই অভ্যাসজাত, এটাই স্বভাবজাত। কোনওদিন কারও ত্রুটি নিয়ে এখানে সেখানে সে আলোচনা করত না, আমার কানে আসেনি, কারোর কানে এসেছে বলেও শুনিনি। এমনকী যেসব কমরেডের সাথে একদিন একত্রে কাজ করেছিল, পরে তারা যখন রাজনৈতিক জীবনে সক্রিয় থাকতে পারেনি, পারিবারিক জীবনে জড়িয়ে গেছে, তখনও তাদের প্রতি সৌরভের কোনও অভিযোগ ছিল না, ছিল অগাধ ভালবাসা। এই ভালবাসার টানেই সাধ্যমতো চেষ্টা করত তাদের কাকে কতটা রক্ষা করা যায়। অপরের গুণ দেখা, গুণের মর্যাদা দেওয়া, নিজে গুণ অর্জনের জন্য চেষ্টা করা, এটাই তার স্বভাব ছিল।

ওর কাছে কাজের ছোট-বড় ছিল না। ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা থেকে শুরু করে দলের জন্য যা করা প্রয়োজন, সেটাই করেছে। এ রাজ্যে দলের রাজ্য কমিটিতে সে নেই, কোন জেলা কমিটিতে নেই, কোন লোকাল কমিটিরও সদস্য ছিল না, কোনও ফ্রন্টেও ছিল না। কোনও মিছিল পরিচালনা করেছে, কোনও আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে, কোনও মঞ্চে দাঁড়িয়ে কিছু বলে গেছে, এসব দিয়ে ওর কোনও পরিচয় নেই। কিন্তু এ সমস্ত পরিচয় ছাপিয়ে নিজের যে বড় পরিচয়টা সে রেখে গেছে, তা হল সে ছিল কমরেড শিবদাস ঘোষের উপযুক্ত ছাত্র। এই সংগ্রামে সে বহুদূর এগিয়েছিল। মনের উদারতায়, সহনশীলতায়, হৃদয়বৃত্তিতে, গরিব মানুষের প্রতি ভালবাসায় সে ছিল একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মাদ্রাজের কথা আপনারা শুনেছেন। সেখানে যে পাড়ায় থাকত, যারা প্রতিবেশি, সে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী হোক, আর ফুটপাতের ঝুপড়ির গরিব মানুষ হোক, সকলের সাথেই সে মেলামেশা করত। এটা কিন্তু পার্টির দেওয়া দায়িত্ব ছিল না, পার্টি তাকে বলেনি, তুমি ওদের সাথে মেলামেশা করো। মানুষের সাথে মেশাটাই ছিল ওর স্বভাব। ঘাটশিলায় পার্টি সেন্টারের আশপাশের বাড়ি বাড়ি, গরিব আদিবাসী পাড়ায় সে যেত, তাদের সঙ্গে ছিল আপন সম্পর্ক। তাদের অনেকে ২৪ এপ্রিল দলের প্রতিষ্ঠা দিবসের সভাতেও এসেছে। সল্টলেক কমিউনের পাড়াতেও তার মেলামেশা ছিল, বাড়ির উল্টো দিকের ধাঙড় আবাসনের মানুষদের সাথে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল, তারা ওকে ভালবাসত। ওর মৃত্যুর পর পাড়া প্রতিবেশীরা অনেকেই কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। ওর এমন একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, ছোট-বড়-সমবয়সী সকলের সাথেই অতি সহজে অত্যন্ত অল্প সময়ে আপন হয়ে যেত। সকলের কাছেই দলের চিন্তাকে, দলের বইপত্র-কাগজ নিয়ে যেত। যে কেউ একবার ওর সংস্পর্শে এসেছে, তার মনে গভীর ছাপ ফেলে গেছে।

বড় বিপ্লবী চরিত্রের আর একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ওর ছিল। দলের কোন্ কমিটিতে আছি, কোন্ পদে আছি, বিভিন্ন কমিটিতে যারা আছে, তারা আমার চেয়ে যোগ্য কি অযোগ্য, এসব কথা বলা তো দূরের কথা, এসব চিন্তারও স্থান তার মনে ছিল না। কে কী তার সম্পর্কে ভাবে, কে তাকে গুরুত্ব দিচ্ছে এসব নিয়ে তার মধ্যে কোনও চাঞ্চল্য অন্তত আমি দেখিনি, আমার সাথে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিল তার। ওর কোনও কাজের প্রশংসা করলে একটু হাসত, বড়রা আদর করে ডাকলে একটু খুশি হত, এই পর্যন্তই। কিন্তু 'আমি ওর চেয়ে যোগ্য, অন্যের কী যোগ্যতা আছে' এসব ভাবনা অনেকের মাথা খারাপ করে দেয়। এসব ভাবনা সৌরভের কালচারের বাইরে ছিল। কার অধীনে কাজ করছি, সে আমার চেয়ে বয়সে ছোট না বড়, যোগ্য না অযোগ্য এসব ভাবনা ওর মাথায় ছিল না। যে কারুর অধীনে কাজ করার মানসিকতা তার ছিল। দল যে দায়িত্ব দিয়েছে, যে কাজে যেখানে পাঠিয়েছে সেটাই সানন্দে নিষ্ঠার সাথে করে গেছে। যে কাজই করত, পড়া, লেখা, ছবি আঁকা, আলোচনা, তাতেই মগ্ন হয়ে যেত। দায়সারাভাবে যা হোক কিছু করলাম, এদিকে একবার, ওদিকে একবার — এই মানসিকতা তার ছিল না। শুধু ছবি আঁকাতেই শিল্পী, তা নয়। দলের যে কোন কাজেই সে ছিল শিল্পী। বিপ্লবটাও তার কাছে শিল্পই ছিল। এই যে এতগুলি ভাষা সে শিখেছে, এ কী সহজ কথা ! কেন সে শিখেছে ? শিখেছে দলের প্রয়োজনে। শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, বিপ্লবের প্রয়োজনে বিপ্লবীদের বহু কিছু জানতে হবে, শিখতে হবে। এই শিক্ষাকেই সে সাধনা হিসাবে নিয়েছিল। আপনারা শুনেছেন, সৌরভ জাত শিল্পী ছিল। কমরেড তাপস দত্ত, কমরেড শীতেশ দাশগুপ্তর মতো শিল্পীরাও একথা বলেছেন, খুবই স্নেহ করতেন ওকে। এই ছবি আঁকাও কেউ তাকে শেখায়নি, নিজে নিজে শিখেছে। কিন্তু কখন ছবি আঁকত ? নীহারবাবুকে দেখাশোনা করার ফাঁকে বা লেখা তৈরি করা বা পড়াশোনার ফাঁকে বা অন্য কাজ করার ফাঁকে হয়তো একটু সময় পেয়েছে, একটা ছবি আঁকল। কখন যে সে ছবি আঁকত, কেউ প্রায় জানতই না। এজন্য 'আমার আলাদা সময় দরকার', 'আমাকে পার্টির অন্য দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে বলে আমি শিল্পচর্চা করতে পারছি না', এই চিন্তা থেকে মনের মধ্যে ক্ষোভ বিক্ষোভ আক্ষেপ আসা, এসব তার ছিল না। সাধারণত যারা ছবি আঁকে, গল্প লেখে, সাহিত্য চর্চা করে, তাদের এগুলি খুব টানে, তাদের দলের কাজের সাথে একটা আপাত দ্বন্দ্ব হয়। সৌরভের ক্ষেত্রে তা হয়নি। বিপ্লবী আন্দোলনই ছিল তার কাছে শিল্প ; তার অঙ্গ হিসাবেই ছবি আঁকাকে সে দেখেছে।

তার অপর একটি গুণও উল্লেখ করার মতো। নেতৃত্বে যাঁরা আছেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন তার নেতা, নেতাদের মধ্যে কোন বাছবিচার তার ছিল না। আমাদের কর্মীদের একটা অংশের মধ্যে কোন্ নেতা কী ধরনের, এসব বাছবিচার করার ঝোঁক কাজ করে। আমাদের সকলের গুণ কী একরকম ? আবার আমাদের সকলেরই ত্রুটি আছে। শিববাবুই বলেছেন, সকলেই দোষে-গুণে মানুষ। ত্রুটিও সকলের একরকম নয়। সৌরভ একদিকে যেমন ছিল শিশুর মতো সরল, নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের, আবার গুণ-ত্রুটি বোঝার মতো তীক্ষ্ম বুদ্ধিও তার ছিল। কিন্তু নেতাদের মান্য করার প্রশ্নে গুণ-ত্রুটির মাপামাপি, পছন্দ-অপছন্দ, বাছবিচার — এসব তার কালচারের বাইরে ছিল। আমার সম্পর্কে কিছু বলার থাকলে আমাকেই বলবে। যতক্ষণ আমার সাথে মীমাংসা না হত, আমার সঙ্গেই আলোচনা করত। অন্যান্য নেতার প্রশ্নেও ছিল একই আচরণ। এক নেতা সম্পর্কে অন্য নেতাকে বলার অভ্যাস তার ছিল না। শুধু তাই নয়, কমরেড সৌরভ প্রথম জীবনে কমরেড শিবদাস ঘোষ ও পরবর্তীকালে কমরেড নীহার মুখার্জীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিল, তাঁদের খুবই স্নেহধন্য ছিল, কিন্তু এ নিয়ে তার এতটুকু অহংকার ছিল না। কমিউনে থাকার ফলে নেতাদের বহু আলাপ-আলোচনার কিছু কিছু হয়ত তার কানে এসেছে, কিন্তু এ তার বিষয় নয় বলে কখনও মনে স্থান দেয়নি, এতটুকু কৌতূহলও প্রকাশ করেনি, বাইরে 'গসিপ' করা তো দূরের কথা। যত সৌরভ সম্পর্কে ভাবি, যত তার সম্পর্কে আমরা নিজেরা আলোচনা করি, ততই বিস্মিত হই।

কমরেড নীহার মুখার্জী অসুস্থ হয়ে পড়ার পর তাঁর শুশ্রূষার দায়িত্ব ১৯৮৯ সাল থেকে কমরেড সৌরভ নিয়েছিল। তারপর দিন নেই, রাত নেই, মাস-বছর নেই একটানা সেই দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গেছে। পরবর্তীকালে অন্য কমরেডরা এই দায়িত্ব নিলেও, এদিকে সৌরভের সর্বদা লক্ষ্য ছিল। একটানা দীর্ঘদিন এভাবে ঘরে আবদ্ধ থাকা সহজ ব্যাপার ছিল না, কিন্তু এটাকেও সে বিপ্লবী আন্দোলনের কাজ হিসাবে সানন্দে গ্রহণ করেছিল এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করে গেছে। নার্সিং-এর দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ডাক্তারদের সাথে মিশতে মিশতে চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রাথমিক বহু জ্ঞান সে আয়ত্ত করেছিল। আসলে জানার জন্য, বোঝার জন্য এক অদম্য আগ্রহ ছিল তার। প্রথম দিকে কমরেড শিবদাস ঘোষের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পেয়েছিল। পরবর্তীকালে কমরেড নীহার মুখার্জীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পেয়ে নানা দিক থেকে তার চরিত্র আরও বিকশিত হয়েছে, ক্রমাগত সে যোগ্য থেকে যোগ্যতর হয়েছে। ফলে, আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, কমরেড সৌরভ খুবই বিরল চরিত্রের এক অমূল্য সম্পদ ছিল। দলের সাথে একাত্ম হওয়ার সংগ্রামে, দলের প্রয়োজনই নিজের প্রয়োজন, দলের স্বার্থই নিজের স্বার্থ এই মান অর্জনের সংগ্রামে সে বহুদূর সফল হয়েছিল। তাই কমরেড নীহার মুখার্জী যথার্থই বলেছেন, শুধু কর্মীদের নয়, দলের নেতাদেরও তার জীবন থেকে শেখার আছে। আমরা সকলেই কমরেড শিবদাস ঘোষের ছাত্র, তিনিই আমাদের শিক্ষক। কে কতটা তাঁর শিক্ষানুযায়ী এগোতে পেরেছি — এই হচ্ছে আমাদের জীবনের মূল্য নির্ধারণের মাপকাঠি। এই মানদণ্ডেই আমাদের চলতে হবে। এই সংগ্রামে আমরা কেউ এগিয়ে, কেউ পিছিয়ে, কেউ কোনও প্রশ্নে এগিয়ে, কেউ কোনও প্রশ্নে পিছিয়ে। এখানে বড়দের কাছ থেকে যেমন ছোটরা শেখে, ছোটদের কাছ থেকেও তেমনি বড়দের শিখতে হয়।

আজ ব্যক্তিবাদ নোংরা রূপ নিয়েছে। ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, নাম করার ঝোঁক, পদের আকর্ষণ, আত্মম্ভরিতা, তুলনামূলক বিচার করার মানসিকতা, পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, মতবিরোধ হলেই সম্পর্ক তিক্ত হওয়া, পাল্টা প্রতিক্রিয়া আসা — এসব জিনিস আজ সমাজে খুবই প্রবল, যার প্রভাব ধূলোবালির মতো আমাদের বিপ্লবী আন্দোলনে পড়ছে, কমরেডদের জীবনেও পড়ছে। চূড়ান্ত অবক্ষয়িত ব্যক্তিবাদের এমন একটা সময়ে বয়সে অনেক ছোট হয়েও সৌরভ চরিত্রের যে উচ্চ মানের পরিচয় দিয়ে গেছে, সেটা আমাদের সকলের কাছেই শিক্ষণীয়। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, সর্বহারা বিপ্লবী আন্দোলন কেবল সংখ্যার কারবার নয়। তিনি বারবার বলেছেন, সংখ্যায় কম হয় হোক, মানুষের মতো মানুষ চাই — যারা জ্ঞানে-গুণে-আচরণে-হৃদয়বৃত্তিতে বড় মানুষ হবে। কমরেড শিবদাস ঘোষের এই শিক্ষা অনুসরণ করতে হলে, তাঁরই শিক্ষার ভিত্তিতে সৌরভের মতো যাঁরা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন, তাঁদের জানতে হবে, বুঝতে হবে। পুরানো কমরেডরা তাকে জানতেন, একবারের জন্যও তার সাথে কারোর পরিচয় ঘটে থাকলে তা ভুলবার নয়। কিন্তু অনেক নতুন কর্মী আছেন, যাদের তাকে চেনার জানার সুযোগই হয়নি। সেজন্যই আজকের এই স্মরণসভা কলকাতা জেলা কমিটির তরফে ডাকা হলেও, আমরা রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে অন্যান্য জেলার কর্মীদেরও এই সভায় যোগ দিতে বলেছি, যাতে তাঁরা প্রয়াত এই উন্নত মানের কমরেডটি সম্পর্কে জানতে পারেন। আমি কমরেডদের বলব, কমরেড সৌরভ, যে সেভাবে কোনও মিটিং-মিছিলের সামনে ছিল না, কাগজে যার ছবি বের হয়নি, কোনও কমিটিতে ছিল না, অথচ বিপ্লবী চরিত্রের এক বিশাল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছে, তার স্মৃতিকে আপনারা বুকে বহন করুন। আজ যাঁরা এই মঞ্চে আছি, একদিন আমরা থাকব না, এটাই প্রকৃতির নিয়ম। আপনারা থাকবেন। আগামী দিনে যে ছেলে-মেয়েরা এই দলে আসবে, তারা সৌরভকে জানবে আপনাদের মাধ্যমে। এখানে আপনাদের মধ্যে যাঁরা বাবা-মা আছেন, অথবা আগামী দিনে যাঁরা বাবা-মা হবেন, আপনাদের সন্তান সৌরভের মতো হোক, এটাই যেন স্বপ্ন হয়। সৌরভ কিন্তু আর কমরেড রবি বোসের সন্তান ছিল না। সেভাবেই তিনি সন্তানকে দলের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। যথার্থ দলের সন্তান যদি কাউকে বলতে হয়, সৌরভ ছিল তাই।

আমাদের দল গণআন্দোলনে নিযুক্ত আছে। জনস্বার্থ নিয়ে সাধ্যমতো আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা আমরা করছি, মহামিছিলের জন্য স্বাক্ষর সংগ্রহ চলছে। এরই মাঝে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে গেল, বন্যা এল। জেলায় জেলায় কমরেডরা রিলিফের কাজও করছেন। এ সত্ত্বেও ৬ অক্টোবর আমরা মহামিছিল করব। কিন্তু সকল সংগ্রামের মধ্যে বিপ্লবী চরিত্র অর্জনের সংগ্রামই আমাদের মূল সংগ্রাম, এটা যেন আমরা ভুলে না যাই। আজকের স্মরণসভা নিছক একটা অনুষ্ঠান মাত্র নয়। বিপ্লবী চরিত্র অর্জনের সংগ্রামে শক্তি আহরণ করতেই আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। কমরেড সৌরভের যা দেওয়ার ছিল দিয়ে গেছে। এখন তার কাছ থেকেই আমাদের নেওয়ার পালা। এই মন নিয়েই আমরা আপনারা সকলে এখান থেকে যাব, এভাবেই আমরা ভাবব। একথা বলেই কমরেড সৌরভকে লাল সেলাম জানিয়ে বক্তব্য শেষ করলাম।

বর্ধমান

চাল-গমের দাবিতে আউসগ্রামে ডেপুটেশন

আউসগ্রাম থানার কুরুম্বা গ্রামের গরিব মানুষ 'অন্নপূর্ণা যোজনা' ও 'অন্ত্যোদয় যোজনা'র চাল-গম পাচ্ছেন না। ঐ গ্রামের রেশন ডিলার ঐ প্রকল্পগুলি বন্ধ হয়ে গিয়েছে বলে মিথ্যা প্রচার করে গ্রামবাসীদের দীর্ঘদিন ধরে প্রতারিত করে আসছেন এবং সেই চাল-গম বেচে অন্যায়ভাবে অর্থ উপার্জন করছেন। এর বিরুদ্ধে কুরুম্বা গ্রামের মানুষ জোরালো আন্দোলন গড়ে তোলেন। বিপাকে পড়ে আবার মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ঐ রেশন ডিলার গত ১৬ সেপ্টেম্বর নথিভুক্ত দুঃস্থ মানুষগুলিকে চাল দেওয়া হয়েছে — এরকম ইস্যু করা কার্ড দিয়েছেন। ক্ষুব্ধ, বঞ্চিত কুরুম্বার মানুষ অবিলম্বে দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মানুষদের অন্ত্যোদয় ও অন্নপূর্ণা যোজনার প্রাপ্য চাল-গম দেওয়া ও এই দুই যোজনার কার্ড দেওয়া এবং দুর্নীতিগ্রস্ত রেশন ডিলারের শাস্তির দাবিতে গণকমিটির নেতৃত্বে দলবদ্ধভাবে আউসগ্রাম ১নং বিডিও-র কাছে গত ২০ সেপ্টেম্বর এক ডেপুটেশনে সামিল হন।

বিডিও ২৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ফুড ইন্সপেক্টরকে এ বিষয়ে তদন্ত শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে গণকমিটির প্রতিনিধি মনসা মেটে সহ অন্যান্যদের প্রতিশ্রুতি দেন।

নিউইয়র্ক ট্রাইব্যুনাল

বিশ্বব্যাপী ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের ডাক দিল অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি-ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরাম

ইরাকে নৃশংস হানাদারির অভিযোগে অভিযুক্ত, নারীঘাতী-শিশুঘাতী জর্জ বুশ ও তার স্যাঙাতদের যুদ্ধাপরাধের বিচার করার জন্য গত ২৬ আগস্ট ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকশন সেন্টার (আই এ সি)-এর আহ্বানে আমেরিকার নিউ ইয়র্কের মার্টিন লুথার কিং হলে একটি ট্রাইব্যুনাল অনুষ্ঠিত হয়, যার সংবাদ ইতিপূর্বে গণদাবীতে প্রকাশিত হয়েছে। অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি-ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের পক্ষ থেকে এই ট্রাইব্যুনালে যোগ দেন এস ইউ সি আই-এর কেন্দ্রীয় স্টাফ এবং ফোরামের সহ-সভাপতি কমরেড মানিক মুখার্জী। তিনি যে বক্তব্য পেশ করেন, তার শিরোনাম ছিল — 'আত্মনিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের অধিকার।' তাঁর বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার এখানে দেওয়া হল ঃ

ট্রাইব্যুনালে কমরেড মানিক মুখার্জীর ভাষণ

ইরাক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল সংগঠিত করার জন্য ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকশন সেন্টারকে অভিনন্দন জানিয়ে কমরেড মুখার্জী তাঁর বক্তব্যে স্পষ্টভাবে জানান যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারতের জনসাধারণ এবং শাসকশ্রেণীর অবস্থান সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে। তিনি বলেন, ভারতবর্ষ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘ সম্পর্কের মধ্যে যে সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাত রয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতেই বিষয়টিকে বিচার করা প্রয়োজন। ১৯৪৭ সালে স্বাধীন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের শাসক একচেটিয়া পুঁজিপতিশ্রেণী জাতীয় পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে আরও উন্নত ও সংহত করার চেষ্টা শুরু করে। সেই সময় স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিকল্পিত অর্থনীতির সামগ্রিক এবং দ্রুত উন্নয়নে প্রভাবিত হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদী অর্থনীতি নানারূপে নিজেরাও পরিকল্পিত অর্থনীতির পথ গ্রহণ করছিল। পুঁজিবাদী দুনিয়ার এই সাধারণ প্রবণতার সঙ্গে তাল মিলিয়েই ভারতীয় অর্থনীতি তার নিজের মতো করে পরিকল্পিত অর্থনীতির পথ ধরেছিল। সেই সময় বিশ্ব দুটি শিবিরে বিভক্ত ছিল — একটি হল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পরিচালিত পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শিবির এবং অপরটি হল সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিচালিত সমাজতান্ত্রিক শিবির। অন্যান্য সদ্য স্বাধীন দেশগুলির মতো ভারতবর্ষও সেই সময় এই দুই শিবিরের মধ্যে দর কষাকষি করে কার কাছ থেকে কত বেশি সুবিধা আদায় করা যায়, সেই চেষ্টায় রত ছিল। সেখান থেকে জন্ম নিল জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (Non-aligned movement বা NAM), যাকে ভিত্তি করে এই সমস্ত সদ্যস্বাধীন দেশ একজোট হয়ে মার্কিন ও সোভিয়েত শিবিরের সঙ্গে দর কষাকষি করার ক্ষমতা অর্জন করেছিল। সোভিয়েত সাহায্য ও সমর্থন নিয়ে মাঝে মাঝে কোনো বিশেষ ঘটনায় সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের বিরোধিতা করলেও এই দেশগুলি কোন প্রগতিশীল কিংবা সমাজতন্ত্র ঘেঁষা চরিত্র অর্জন করেনি। বরং এর দ্বারা এরা নিজেদের দেশের পুঁজিবাদকেই আরো সংহত করেছিল।

আমাদের দল এস ইউ সি আই-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির বিশ্লেষণ থেকে উদ্ভূতি দিয়ে কমরেড মুখার্জী দেখান, ভারতের জাতীয় পুঁজি উত্তরোত্তর সংহত হওয়ার পথে কীভাবে দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারে সংকট দেখা দিতে শুরু করে এবং সেই সংকটের হাত থেকে রক্ষা পেতে শাসকশ্রেণী কীভাবে একটা মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স গড়ে তোলে। ধীরে ধীরে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে এবং ক্রমাগত সমরবাদ ও আমলাতান্ত্রিকতার দিকে ঝুঁকে পড়ে ভারতীয় রাষ্ট্র ফ্যাসিবাদের সমস্ত বৈশিষ্ট্য অর্জন করে, এবং বৃহত্তর বাজারের সন্ধানে ভারতীয় পুঁজিপতিরা বাইরের বহু দেশে, বিশেষত এশিয়া ও আফ্রিকায় লগ্নি পুঁজি রপ্তানি করে ভারতবর্ষকে একটি সাম্রাজ্যবাদী দেশে পরিণত করে এবং বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর ছোট হিস্যাদার হিসাবে গড়ে তোলে। এর পাশাপাশি ভারত রাষ্ট্র ভারতীয় উপমহাদেশে নিজের প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা চালিয়ে যায়, বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায় 'সুপার পাওয়ার' হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার আশায় সম্প্রসারণবাদী উদ্দেশ্য নিয়ে চলতে থাকে। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের মুখপাত্র হিসাবে নিজেকে জাহির করে সে একদিকে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সাথে সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশগুলির দ্বন্দ্বকে নিজের স্বার্থে লাগিয়েছে, আবার একইসঙ্গে এই সমস্ত দেশের বাজারগুলিতেও অনুপ্রবেশ করেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিজস্ব সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে কাশ্মীর সহ বেশ কয়েকটি বিষয়ে ভারতের বিরুদ্ধতা করেছে। অন্যদিকে ভারতবর্ষ দক্ষিণ এশিয়ায় 'বৃহৎ শক্তি' হিসাবে গড়ে ওঠার উদ্দেশ্যে চীনের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে এবং এইভাবে চীনের অগ্রগতি তথা সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি রুদ্ধ করার মার্কিন নীতির শিকারে পরিণত হয়েছে।

এরপর কমরেড মুখার্জী দেখান, কীভাবে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ভাঙন, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনের প্রতিবিপ্লব, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের বিলুপ্তির পর বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বিশ্বায়ন-বেসরকারীকরণ-উদারীকরণের নীতি ভারতবর্ষের মত দেশগুলির ওপর অবশ্যম্ভাবী গুরুতর প্রভাব ফেলে। একই সঙ্গে এই ঘটনা ভারতীয় জাতীয় একচেটিয়া পুঁজির সম্প্রসারণের দীর্ঘদিনের আশাপূরণের সুযোগ এনে দেয়। ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজি বৃহত্তর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে বিশ্ব পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসাবে বিশ্ববাজারে আরো বেশি করে অনুপ্রবেশের সুযোগ পায়। ফলস্বরূপ ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলে। ভারত-মার্কিন সামরিক চুক্তি, দু'দেশের মধ্যে অস্ত্র ব্যবসা এবং গত শতকের ৯০-এর দশক থেকে দু'দেশের যৌথ সামরিক মহড়ার ঘটনা, এ কথার সত্যতা প্রমাণ করে। এই পথেই ভারতবর্ষ সামরিক খাতে বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থব্যয়কারী দেশরূপে দেখা দিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের পরেই তার স্থান। ভারতবর্ষ এখন জি-৮ গোষ্ঠীর সদস্যপদ পেতে চাইছে; এমনকী রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদ পেতেও সে আগ্রহী। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ভারতীয় পুঁজিবাদের মাখামাখি আজ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ভারতীয় পুঁজিবাদ শুধু যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদেরই বন্ধুত্ব পেতে চায় তাই নয়, এমনকী সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্ট বর্বর ইজরায়েলের মতো দেশকেও সে বন্ধুত্বের বাঁধনে জড়াতে চায়। এইভাবেই সে গণতন্ত্রের স্বঘোষিত প্রতিভূদের অন্যতম হয়ে উঠতে চেয়েছে। অবশ্য এতদ্‌সত্ত্বেও এদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের অবসান হয়নি, হওয়া সম্ভবও নয়, কারণ সংকট থেকে বাঁচতে এই পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সকলেরই একমাত্র লক্ষ্য সংকটদীর্ণ বিশ্ব বাজারে ভাগ বসানো।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ভারতীয় পুঁজিবাদের সম্পর্ক এই মূল চরিত্রের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। এদেশের সমস্ত পরিষদীয় রাজনৈতিক দল, তাদের জোট কিংবা তাদের সরকারগুলি সকলেই এই নীতি অনুসরণ করে চলছে। যেটুকু পার্থক্য দেখা যায়, তা শুধু তাদের বাগাড়ম্বরে। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের অত্যুৎসাহী সমর্থক কংগ্রেসের সাম্রাজ্যবাদ ঘেঁষা দৃষ্টিভঙ্গির সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে চীন-ভারত যুদ্ধের বা উত্তর কোরিয়ায় মার্কিন সেনাবাহিনীর জন্য ডাক্তারি সাহায্য পাঠাবার ঘটনায়।

উগ্র দক্ষিণপন্থী হিন্দু সাম্প্রদায়িক দল বিজেপি চিরকালই নগ্নভাবে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে ওকালতি করে এসেছে। কংগ্রেস দলও যে আরব জাতিগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছে, তা কোন আদর্শ বা ধর্মের জন্য নয়, আরব দেশের বাজারগুলিতে ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণীর ব্যবসার সুবিধা পাইয়ে দেওয়া এবং ভোটের রাজনীতিতে ফয়দা তোলার জন্য মুসলিম সম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে। 'জিওনিস্ট' ইজরায়েলের সঙ্গেও কংগ্রেস সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। বিজেপি পরবর্তীকালে সেই সম্পর্ক আরো গভীর করে তোলে। বিদ্রোহ এবং সন্ত্রাসবাদ রুখবার ট্রেনিং নিতে বিজেপি সরকার ইজরায়েলে ভারতীয় সেনাদের পর্যন্ত পাঠিয়েছিল। এখন ক্ষমতায় এসে কংগ্রেস সে দেশের সঙ্গে সামরিক সাজসরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র কেনাবেচার চুক্তি পুনর্বহাল করেছে। তিনি বলেন, কংগ্রেস পরিচালিত এবং সিপিআই(এম) সমর্থিত বর্তমান ইউপিএ সরকার ইরাকের বর্তমান মার্কিন তাঁবেদার সরকারকে মুম্বইতে দূতাবাস স্থাপন করার যে অনুমতি দিয়েছে, তা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হাতের পুতুল বর্তমান ইরাক সরকারকে স্বীকৃতি দেবার কৌশলী ষড়যন্ত্র বর্ণনা করে আমাদের দল এস ইউ সি আই তার তীব্র নিন্দা করেছে। তিনি বলেন, ইরাকে নৃশংস আক্রমণ ও আগ্রাসন চালানোর জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের যে তীব্র ঘৃণা সৃষ্টি হয়েছে, তাকে কোন গুরুত্ব যে এ সরকার দেয় না, এ ঘটনায় তা প্রমাণিত হল।

কমরেড মুখার্জী বলেন, ইরাকে ভারতীয় সৈন্য না পাঠানোর সিদ্ধান্তে বর্তমান ইউ পি এ সরকারের কোন কৃতিত্ব নেই। দেশের সাধারণ মানুষের তীব্র প্রতিবাদের চাপে ভূতপূর্ব বিজেপি সরকারই এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিল। মার্কিন শাসকরা এখনও সৈন্য পাঠানোর ব্যাপারে ভারতবর্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করে চলেছে। অন্যদিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেষি করে একটি 'বৃহৎ শক্তি'তে পরিণত হওয়ার স্বপ্ন দেখছে ভারত। একই সাথে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরাকের পুনঃনির্মাণের নামে সে দেশের তৈল সম্পদ থেকে মুনাফায় ভাগ বসাতে ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির মালিকরা অত্যন্ত লালায়িত এবং তারই প্রয়োজনে এরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করতে চায়। যদিও এ ব্যাপারে ভারতবর্ষের শাসকশ্রেণী এবং তার সরকারকে দেশের সাধারণ মানুষের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বস্তুত দীর্ঘ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের ঐতিহ্যের উত্তরসূরী এদেশের সাধারণ মানুষ পূর্বতন বিজেপি সরকারের সামনেও যেমন ছিল, তেমনি বর্তমান কংগ্রেস সরকারের সামনেও প্রধান বাধা হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে।

দুঃখের বিষয়, অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরাম, কিংবা এস ইউ সি আই-এর বারবার আহ্বান এবং ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার দীর্ঘ ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও এদেশে লাগাতার এবং সুসংগঠিত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার বিশেষ চেষ্টা হয়নি। এর জন্য কমিউনিস্ট নামধারী সিপিআই(এম) দল, যারা বিপুল সংখ্যগরিষ্ঠতা নিয়ে দু'দশকের বেশি সময় ধরে পশ্চিমবঙ্গের সরকারে আসীন, তাদের অনিচ্ছুক মনোভাবই প্রধানত দায়ী। এমনকী মার্কিন পণ্যের প্রতীকী বয়কটের ডাক দিয়ে এস ইউ সি আই যখন কোকাকোলা এবং পেপসির মতো মার্কিন পানীয় বর্জনের প্রস্তাব দেয় তাতে দেশের সর্বস্তরের মানুষের সায় থাকলেও সিপিআই(এম) সেই বয়কট কর্মসূচিকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছিল।

পরিশেষে কমরেড মুখার্জী বলেন, ভারতবর্ষের মানুষ আমাদের আন্দোলনের আহ্বানে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে সাড়া দেন। ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকশন সেন্টারের নেতৃবৃন্দ এবং আমেরিকার সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং বুশের বিরুদ্ধে আই এ সি যে আন্দোলন গড়ে তুলছে, নিউইয়র্ক ট্রাইব্যুনাল থেকে ফিরে সেই সংবাদ দেশবাসীকে তিনি জানাবেন। ভারতবর্ষের মানুষের প্রতিটি ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের প্রতি সারা বিশ্বের মানুষের সমর্থন, উৎসাহ এবং তাদের সৌভ্রাতৃত্বের আশ্বাসও ভারতবর্ষের জনগণকে অবহিত করবেন বলে কমরেড মুখার্জী ঘোষণা করেন।

বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল প্রত্যাহারের দাবিতে রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন

২১ সেপ্টেম্বর অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস ও সভাপতি ভবেশ গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে ৫ জনের এক প্রতিনিধি দল রাজ্যপালের সাথে সাক্ষাৎ করে বিদ্যুতের বর্ধিত মাশুল ও বকেয়া প্রত্যাহার সহ ৮ দফা দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি দিয়েছেন। অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে রাজ্যপালকে জানানো হয়েছে যে, বিদ্যুৎ আইন ও সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ অমান্য করে কোন শুনানি না করেই বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছে। প্রতিনিধিরা বলেন পারস্পরিক ভরতুকির মিথ্যাপ্রচার করে, হাইকোর্টের ডিভিশান বেঞ্চের রায়কে অমান্য করে, বিদ্যুৎ আইনের ২৯(৩) ধারাকে অপপ্রয়োগ করে গরিব-মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মাশুল বাড়িয়ে দিয়ে বৃহৎ শিল্প ও বহুজাতিক সংস্থার দাম কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। মাশুল নির্ধারণে স্বচ্ছতা রক্ষা করা হয়নি, কমিশনের অন্যতম সদস্য এন সি রায় তার নোটে এ কথা উল্লেখ করেছেন। রাজ্য সরকারকে বার বার বিষয়টি জানানো সত্ত্বেও কোন কাজ হয়নি। কারণ রাজ্য সরকারের নির্দেশেই এই মাশুল বৃদ্ধি ও বকেয়ার বোঝা জনগণের উপর চাপানো হয়েছে। ফলে সাধারণ বিদ্যুৎ গ্রাহকদের মধ্যে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। রাজ্যের আক্রান্ত বিদ্যুৎগ্রাহকেরা রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ দাবি করছেন।

রাজ্যপাল বীরেন জে শাহ গ্রাহক প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করে বলেন তিনি বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন। রাজ্য সরকারে কাছে বিষয়টি জানতে চাইবেন এবং রাজ্যপালের সীমাবদ্ধ সাংবিধানিক ক্ষমতার ভিত্তিতে করণীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে রাজ্যপালকে জানানো হয়েছে যে, সমস্যার সমাধান না হলে জনসাধারণ প্রতিরোধ আন্দোলন করতে বাধ্য হবে।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

মণিপুর থেকে বিশেষ সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে

একের পাতার পর

একটা সময়ে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের অবসানের লক্ষ্যে যেহেতু ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রাম ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল, তাই পুঁজিবাদবিরোধী শ্রমিকবিপ্লবের ভীতি থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে সমাজের গণতন্ত্রীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরিচালনা করার কাজটি তারা চূড়ান্তভাবে অবহেলা করেছে। ব্রিটিশ শাসিত ভারতে বসবাসকারী সমস্ত অংশের জনগণকে জাতি, ধর্ম, ভাষা, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সার্বিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করার কাজটি ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণী উদ্দেশ্যমূলকভাবে এড়িয়ে গেছে এবং এসবকে ভিত্তি করে বিরোধকে জিইয়ে রেখেছে, যাতে ক্ষমতা হাতে পেয়ে তারা এই সমস্ত দুর্বলতা কাজে লাগাতে পারে। বিগত ৫৭ বছরের শাসনকাল ধরে তারা ঠিক এই কাজটিই করেছে। জনগণের মধ্যে সংঘাত বাধিয়ে দেওয়া এবং ভারতের শ্রমজীবী জনগণের ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার পথে বাধা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে তারা সমস্ত রকম বিভেদ এবং বৈষম্যকে উস্কানি দিয়েছে। এর অনিবার্য পরিণতিতে বিভেদকামিতা, সংকীর্ণতা, পৃথকতা এবং বিচ্ছিন্নতার মানসিকতা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শিকড় গাড়তে থাকে। তাছাড়া ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণীর এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে, এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম অর্ধসমাপ্ত এবং খণ্ডিত থাকার ফলে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভাব দুর্ভাগ্যজনকভাবে সর্বত্র সমানভাবে পড়েনি। এর ফলে ধর্মীয় ও সংখ্যালঘু জনজাতি এবং সাধারণভাবে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর স্বার্থ অবহেলিত হতে থাকে।

কেন্দ্রীয় কমিটি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, স্বাধীন ভারতে জাতিগত (ন্যাশানালিটি) অবদমন বা বৃহৎ ন্যাশানালিটি দ্বারা অন্যান্য ন্যাশানালিটি'র অবদমিত হওয়ার সমস্যা বুর্জোয়াশ্রেণীর শোষণমূলক শাসনেরই অনিবার্য পরিণাম। এই কারণেই কেন্দ্রীয় কমিটি দৃঢ়ভাবে মনে করে যে, মুমূর্ষু পুঁজিপতিশ্রেণীর শাসন ও শোষণই হচ্ছে দেশের সামনে মূল সমস্যা, ফলে বিপ্লবের আঘাতে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করাই হল দেশের মানুষের প্রধান এবং সবচেয়ে জরুরি কর্তব্য।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, কেন্দ্রীয় কমিটি মনে করে, বিভেদকামী মানসিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া বা লালনপালন করা বা বিচ্ছিন্নতাবাদী-পৃথকতাবাদী পথ অনুসরণ করা বুর্জোয়া শাসকদের ক্রমবর্ধমান তীব্র আক্রমণ প্রতিহত করার সঠিক পথ নয়। বরং এই ধরনের কোন প্রয়াস বুর্জোয়া শাসকদের শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতীয় জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের গুরুতর ক্ষতি করার দ্বারা বুর্জোয়া আক্রমণের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিরোধ সংগ্রামকেই দুর্বল করে। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটি বিচ্ছিন্নতাবাদ দমনের অজুহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্বিচার সামরিক দমনমূলক দৃষ্টিভঙ্গির সর্বাত্মক প্রতিবাদ জানাচ্ছে। আসলে এর দ্বারা সরকার অত্যন্ত ধূর্ততার সাথে আন্দোলনরত মণিপুরী জনগণকে লড়াইয়ের সঠিক পথ থেকে দূরে ঠেলে দিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদ বা পৃথকতাবাদের শিকারে পরিণত করতে চাইছে, যাতে শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে মণিপুরের জনগণের লড়াইকে স্তব্ধ করে দেওয়া যায় এবং তা পুঁজিবাদী শাসন এবং তার সেবাদাস কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলিকে গুরুতর আঘাত করতে না করে।

এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় কমিটি মণিপুরবাসী জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিধ্বনিত করে দৃঢ়তার সাথে দাবি করছে — অবিলম্বে ভারত সরকারকে সশস্ত্র বাহিনী (বিশেষ ক্ষমতা) আইন প্রত্যাহার করতে হবে, সমস্ত সামরিক অভিযান বন্ধ করতে হবে এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যারা ভারত সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে তাদের সাথে অর্থপূর্ণ আলোচনার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। একমাত্র এই পদ্ধতিতেই ভারত সরকারকে সমস্যা সমাধানে সঠিক ন্যায়সঙ্গত এবং সামগ্রিক পদক্ষেপ গ্রহণে আন্তরিক হতে হবে।

একই সাথে, পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সারা দেশের জনগণের ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বর্তমান স্তরে, সশস্ত্র সংগ্রাম এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনৈতিক লাইনের বিপর্যয়কর পরিণতি যথাযথভাবে অনুধাবন করার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি মণিপুরে সশস্ত্র সংগ্রামে নিয়োজিত সমস্ত সংগঠনের নেতৃত্বের কাছেও ঐকান্তিক আবেদন জানাচ্ছে। কেন্দ্রীয় কমিটি মনে করে, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্য জনগণের যে আকাঙ্ক্ষা তাতে আন্দোলনের নেতৃত্বের সাড়া দেওয়া উচিত। কেন্দ্রীয় কমিটি তাদের কাছে আরও আবেদন করতে চায় যে, বর্তমান মুহূর্তে তাঁদের এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে পৃথকতাবাদী-বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতাই আরও তীব্র হয়, যা স্বাভাবিক নিয়মেই শাসক বুর্জোয়াদের ক্রমবর্ধমান আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতীয় শ্রমজীবী মানুষের শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলার পথে বাধা সৃষ্টি করে ও সর্বস্তরের ভারতীয় শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়যাত্রাকে দুর্বল এবং শ্লথ করে।

মণিপুরে সামরিক বাহিনীর অত্যাচারের প্রতিবাদে জনগণকে সোচ্চার হতে এবং অবিলম্বে সামরিক নিপীড়ন বন্ধ করে সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানাতে জনগণকে আমরা আহ্বান করছি।

আসন্ন মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে
এস ইউ সি আই প্রার্থী
মুম্বাই মালাত কেন্দ্রে
কমরেড জয়রাম বিশ্বকর্মা
দক্ষিণ নাগপুর কেন্দ্রে
কমরেড রবীন্দ্র দৌলতরাও নাগড়ে

হাসপাতালে শিশুমৃত্যু
আত্মীয়দের ওপর হামলার নিন্দা

এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৭ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন ঃ

"ইমারজেন্সি সার্ভিস হওয়া সত্ত্বেও বি সি রায় শিশু হাসপাতালে বিদ্যুৎ সরবরাহ কয়েক ঘণ্টা বন্ধ থাকায় যেভাবে পাঁচটি শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছে, তা দুঃখজনক। মৃতদের বাবা-মা ও বিক্ষুব্ধ স্থানীয় জনসাধারণের উপর যেভাবে পুলিশ-সিপিএমের দুষ্কৃতী ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ একযোগে হামলা করেছে সেটিও নিন্দনীয়।

আমরা দাবি করছি —

১। উপযুক্ত তদন্ত করে, যাদের নিষ্ঠুর অবহেলায় এই মৃত্যু ঘটেছে তাদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে,

২। মৃতদের পরিজনদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।"

অনলাইন লটারি ও মদের ঢালাও লাইসেন্সের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

রাজ্য জুড়ে অনলাইন লটারির নামে জুয়ার ব্যাপক প্রসার ও মদের ঢালাও লাইসেন্সের প্রতিবাদে ২১ সেপ্টেম্বর ডি ওয়াই ও, ডি এস ও এবং এম এস এস-এর কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে বেহালায় ও উত্তর কলকাতার হাতিবাগান মোড়ে দুটি বিক্ষোভ অবরোধের কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। বেহালা ১৪নং বাসস্ট্যান্ডে কয়েকশ ছাত্র-যুব-মহিলা মিছিল করে গিয়ে বেহালা সুপার মার্কেটে একটি অনলাইন লটারির সেন্টার বন্ধ করে দেয়। এলাকার অন্যান্য সেন্টারগুলি বন্ধের দাবিতে বেহালা থানায় বিক্ষোভ দেখায় এবং ডেপুটেশন দেয়। পুলিশের বিক্ষোভকারীদের উপর চড়াও এবং মহিলাদের ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়ার প্রতিবাদে থানার সামনে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান হয় এবং সেখানে লটারি মেশিনের প্রতিকৃতি পোড়ানো হয়। বিক্ষোভে এলাকার অসংখ্য সাধারণ মানুষ সামিল হন।

উত্তর কলকাতায় শতাধিক ছাত্র-যুবকের একটি মিছিল শ্যামবাজার মোড় থেকে বটতলা থানায় গিয়ে ডেপুটেশন দিয়ে অবিলম্বে এই জুয়াখেলা বন্ধে প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানায়। পরে হাতিবাগান মোড়ে পথ অবরোধ করে। এলাকার সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই অবরোধে সামিল হন। পুলিশ অফিসারেরা এসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

ডি ওয়াই ও কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড নিরঞ্জন নস্কর বেহালা থানায় পুলিশি আচরণের নিন্দা করেন এবং এক বিবৃতিতে জানান, ২১ থেকে ৬ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিবাদ কর্মসূচি চলবে। ৬ অক্টোবর এই দাবিগুলি নিয়ে মহামিছিলে সামিল হওয়ার জন্য তিনি যুব সমাজের কাছে আহ্বান জানান।

বিদ্যুৎ-শিক্ষা-স্বাস্থ্য সহ
শ্রমিক-চাষী সাধারণ মানুষের
জীবনের জ্বলন্ত সমস্যা
সমাধানের দাবিতে
২৯ সেপ্টেম্বরের পরিবর্তে

৬ অক্টোবর

মহামিছিল

দেশবন্ধু পার্ক, বেলা ১২টা

অন লাইন লটারির বিরুদ্ধে (বাঁ দিকে) হাতিবাগানে পথ অবরোধ। (ডানদিকে) বেহালা সুপার মার্কেটে অন লাইন লটারির দোকানে বিক্ষোভ

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net